প্র কা শ না র ৮০ ব ছ র
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪২ ❖ ১৫ - ২১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুর পরপারের অতন্দ্র প্রহরী

মৃত্যু তুমি আজও রহস্যময়

মণ্ডলীর বাণীপ্রচার সেবাকাজের জন্য ধর্মপল্লী সমাজের পালকীয় রূপান্তর

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন।"

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সমর লুইস ডি'কস্তা

জন্ম : ১২ জুন, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২১ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
ভেটুর, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

সময়ের আবর্তনে দেখতে-দেখতে তিনটি বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। নয়ন সম্মুখে তুমি নেই তবুও তোমার স্মৃতি ঘিরে আছে আমাদের সর্বক্ষণ আজও আমরা মর্মে-মর্মে অনুভব করি তোমার শূন্যতা। তোমার শূন্যতা প্রতিনিয়ত আমাদের বেদনাপ্লুত করে রাখে। একদিন কিংবা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনা তোমায়। হয়তো ব্যস্ততার কারণে বা বাস্তবতার কারণে তোমার কবরে যেতে পারি না। কিন্তু তুমি আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, জীবনের ভাজে-ভাজে, স্মৃতির আঙিনায়। তোমার স্মৃতিতে অশ্রুসিক্ত নয়ন আমাদের, ভারাক্রান্ত মন। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে সৎ, নিষ্ঠাবান, স্পষ্টবাদী এবং একজন উদার চিত্তের পরোপকারী মানুষ, সেইসাথে একজন আদর্শ ও সার্থক পিতা। তোমার অপরিসীম ভালোবাসা স্নেহ-যত্ন সর্বোপরি তোমার নীতি আদর্শ ও দিক নির্দেশনাই আমাদের নিত্যদিনের চলার পথের পাথেয়।

তোমারই একান্ত আপনজনেরা

স্ত্রী : সেলিন ডি'কস্তা
ছেলে ও ছেলেবৌ : প্রিন্স ও সেতু কস্তা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : পপি-স্টিফেন, জুঁই-মিল্টন কস্তা
নাতি-নাতনীরা : জুমিক, জয়ত্রী, উইলিয়াম, হ্যারী, আদৃত ও এড্রিলা

মরণসাগরে পাড়ে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি

প্রয়াত যোয়া কস্তা
জন্ম : ২৪ জুন, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ অক্টোবর, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আগ্নেশ গমেজ
জন্ম : ১৬ এপ্রিল, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সুধীর আগষ্টিন কস্তা
জন্ম : ১ এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৫ মে, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আন্না মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ অক্টোবর, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সেন্টু রোজারিও
জন্ম : ২৪ মে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪২
■■■■■ ১৫ - ২১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১ - ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

এখনই সময় পরিবর্তনের

২০২০ খ্রিস্টাব্দ সারাবিশ্ব অভিজ্ঞতা করছে করোনাভাইরাসের ছোবল। অদেখা সেই ক্ষুদ্র ভাইরাসের আক্রমণ এখনো অব্যাহত আছে। মাঝে কিছুটা স্তিমিত হলেও বিশ্বের কোন কোন দেশে আবারো তা সদর্পে ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। আমাদের দেশেও করোনাভাইরাসের আক্রমণ এবং আক্রমণের প্রভাব কম নয়। প্রথমদিকে করোনাভাইরাসকে পাত্তা না দিলেও পরবর্তীতে একে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আর শুধুমাত্র করোনাভাইরাসকে মোকাবেলা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের দুর্বলতা ও দুর্নীতি। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য অবকাঠামোর সাথে-সাথে প্রশাসনিক পরিবর্তনও বেশ করা হয়েছে। এ সকল পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্য হলো যাতে করে মানুষের জীবন সুরক্ষা পায় ও উন্নত হয়। আর জনগণকেও আহ্বান জানানো হচ্ছে যাতে করে নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যনীতিগুলো যথার্থভাবে মেনে চলে। মাস্ক পরা ও হাতধোয়ার মতো ছোট-ছোট কয়েকটি বিষয় অভ্যাসে পরিণত করতে পারলেই আমরা করোনাকে অনেকটা কুপোকাত করতে পারবো। করোনাভাইরাসের ভয়াবহতা জেনে ও দেখে এখন সময় এসেছে আমাদের বাজে অভ্যাসগুলোর পরিবর্তন ঘটানোর। আর সে পরিবর্তন এখনই শুরু করতে হবে। করোনাভাইরাসের আক্রমণ মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছে জীবনকে সুন্দর করার জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার; স্বাভাবিক জীবন কাটানোর জন্য অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়ে না; ধন-সম্পদ-অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের রক্ষা করতে পারে না; জীবন রক্ষা করতে ভোগ-বিলাসিতা ও আরাম-আয়েস থেকে পরিশ্রম অনেক বেশি দরকার; রোগের কাছে ধনী-গরীবের কোন ভেদাভেদ নেই; প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। অনেক সমাজ বিশ্লেষকগণ করোনা পরবর্তী নতুন বিশ্ব গড়ে উঠতে পারে বলে মত দিয়েছেন। যে বিশ্ব হবে পরিবর্তিত বিশ্ব যেখানে ধনী-গরীব আখ্যায় রাষ্ট্র থাকবে না এবং যেখানে নিজেদের মঙ্গলের জন্যই একজন আরেকজনের প্রয়োজনে উদারভাবে সাড়া দিবে। আর তার জন্য প্রয়োজন পড়বে ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন। বিশ্বকে পরিবর্তন করতে হলে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। নিজেকে পরিবর্তনের জন্য সময় দিতে হবে, নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাই। পরিবর্তন করতে হবে প্রতিটি ছোট-ছোট ভুলের। এই ছোট-ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমাদের ব্যক্তি জীবনের উন্নতি হবে আর ব্যক্তি জীবনের এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন হবে। নিজেকে পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয়। আমরা যাতে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি সেজন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইতে হবে। এছাড়া বাস্তবধর্মী কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যেগুলো নিজেকে পরিবর্তন করতে সহায়ক হবে।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে নভেম্বর মাস জুড়েই মৃত প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করে প্রার্থনা ও দয়াকাজ করা হয়। তাদের অনন্ত সুখের জন্য ঈশ্বরের কাছে কাতর মিনতি করি। মৃতদের জন্য কাতর মিনতি আমাদেরকে আহ্বান করছে নিজেদেরকে পরিবর্তিত করতে। আমাদের পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনেরা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জীবন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যাতে করে আমরা অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি, ক্ষমতার দম্ভ, বাহাদুরি, প্রতারণা, তোষামোদ, মিথ্যাচার, পরশ্রীকাতরতা, কুটনামি, ভণ্ডামি ত্যাগ করে সহজ-সরল খাঁটি মানুষে পরিণত হই। আর এখনই সেই পরিবর্তনের সময়। পরিবর্তনের জন্য আগামীকালের কথা ভাবলেও কখনোই তা সম্ভব হবে না। কাল নয়, আজই হোক সেই পরিবর্তনের শুরু॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"ঈশ্বরতো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।" - লুক ২০:৩৮

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সিবিসিবি) পরিচালনা পরিষদ গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৪-৫ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সিবিসিবি সেন্টারে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রথম দিন ৪ নভেম্বরে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নতুন পরিচালনা পরিষদ গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। সভাতে যারা বিশেষ কর্মদায়িত্বে মনোনীত হয়েছেন তারা হলেন;

বিশেষ কর্মদায়িত্ব	ব্যক্তি ও ডায়োসিসের নাম
সিবিসিবি'র প্রেসিডেন্ট	পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ (মনোনীত) বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই; ঢাকা আর্চডায়োসিস
সিবিসিবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট	পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও; রাজশাহী ডায়োসিস
সিবিসিবি'র জেনারেল সেক্রেটারী	পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি; ময়মনসিংহ ডায়োসিস
সিবিসিবি'র ট্রেজারার	পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি; বরিশাল ডায়োসিস

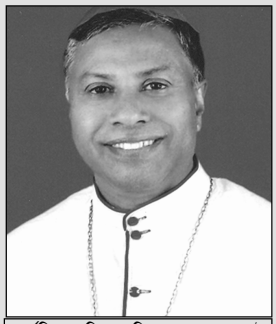

আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই
প্রেসিডেন্ট, সিবিসিবি

বিশপ জের্ভাস রোজারিও
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সিবিসিবি

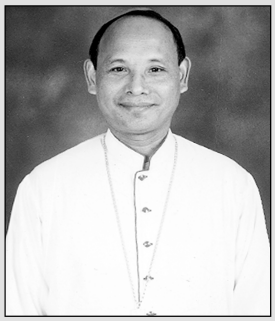

বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি
জেনারেল সেক্রেটারী, সিবিসিবি

বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি
ট্রেজারার, সিবিসিবি

এই মহান কর্মদায়িত্ব পালনে সকলের সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রার্থনা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সেক্রেটারীয়েট
কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন

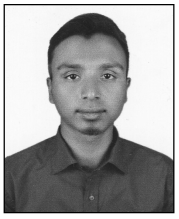

আমি **জেনেট থিওটনিয়াস রড্রিক্স**, আমার বাড়ি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে। শিমন ও কমলা রড্রিক্সের ছোট সন্তান আমি। বয়স ২৮ বছর এবং ইতোমধ্যে ফাইন আর্টস পেইন্টিং গ্রাফিক্স বিষয়ের উপর অনার্স সম্পন্ন করেছি। ভাগ্যের পরিহাসে গত মে মাস থেকে আমার শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে আমি হাসপাতালে ভর্তি হই এবং চিকিৎসা নেওয়া শুরু করি। এরইমধ্যে বিভিন্ন রোগ পরীক্ষাবাবদ অনেক অর্থ খরচ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারেন আমার Lung Lower part collapse করেছে। যার কারণে আমার ফুসফুসে অনবরত পানি জমা হয়। বর্তমানে আমার সমস্ত শরীর পানিতে ফুলে গেছে। ডাক্তারগণ বলেছেন অতিসত্ত্বর দেশে-বিদেশে উন্নত চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু বর্তমানে বাবা ও দাদা বেকার থাকায় আমার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানো আমার পরিবারের পক্ষে সম্ভব না। আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই আমি নিরুপায় হয়ে আপনাদের কাছে আমার চিকিৎসার আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছি। আর্থিকভাবে সাহায্য করে আমার পাশে থাকার জন্য আমি আপনাদের কাছে সহযোগিতা ও প্রার্থনা কামনা করছি।

নিম্ন ঠিকানায় আর্থিক সাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করছি

জেরী ডমিনিক রড্রিক্স
একাউন্ট নং-১০৭.১৫১.৭৩২১১
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ
কাওরান বাজার শাখা
বিকাশ-০১৭৩১৩০৩৪৮১

ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ
পাল-পুরোহিত
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
রাঙ্গামাটিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
মোবাইল: ০১৭১২১৫৩৮৩৯

বিশেষ ঘোষণা

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যা-২-এ জানানো হয়েছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন কেন্দ্রীক সারা দেশে যেসব ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী একটি বিশেষ সংখ্যা বের করবে। আগামী সংখ্যা ৪৩-এ ম্যাগাজিনগুলোর ভালো লেখাগুলো সংকলন করে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে আর ম্যাগাজিনগুলো মূল্যায়ন করা হবে। পরবর্তী বছরেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী থেকে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। **'আগমনকাল'কে** কেন্দ্র করে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'তে আপনার সুচিন্তিত লেখা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি পাঠিয়ে দিন অতিসত্ত্বর।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৭১১৩৮৮৫, **ই-মেইলে পাঠাবেন:**
wklypratibeshi@gmail.com

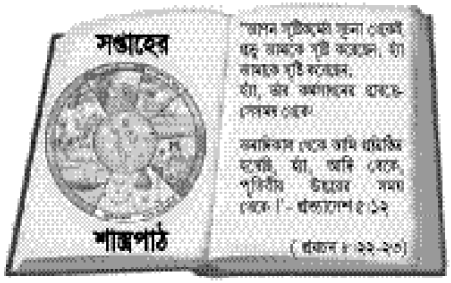

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ - ২১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৫ নভেম্বর, রবিবার
প্রবচন ৩১: ১০-১৩, ১৯-২০, ৩০-৩১, সাম ১২৮: ১-৫, ১ থেসা ৫: ১-৬, মথি ২৫: ১৪-৩০ (অথবা ১৪-১৫, ১৯-২১)
মহাপ্রাণ আলবার্ট, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস

১৬ নভেম্বর, সোমবার
স্কটল্যান্ডের সাধ্বী মার্গারেট সাধ্বী গেট্রুড, কুমারী
প্রত্যাদেশ ১: ১-৫, ২: ১-৫, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৮: ৩৫-৪৩

১৭ মঙ্গল ৩ অগ্রহায়ণ
হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিজাবেথ, সন্ন্যাসব্রতী, স্মরণ দিবস
প্রত্যাদেশ ৩: ১-৬, ১৪-২২, সাম ১৫: ২-৫, লুক ১৯: ১-১০

১৮ নভেম্বর, বুধবার
সাধু পিতর ও পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
প্রত্যাদেশ ৪: ১-১১, সাম ১৫০: ১-৬, লুক ১৯: ১১-২৮
অথবা (মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসের খ্রিস্টযাগ)
বাণীবিতান-বিবিধ থেকে পাঠ
শিষ্য চরিত ২৮: ১১-১৬, ৩০-৩১, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১৪: ২২-৩৩

১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
প্রত্যাদেশ ৫: ১-১০, সাম ১৪৯: ১-৬, ৯, লুক ১৯: ৪১-৪৪

২০ নভেম্বর, শুক্রবার
প্রত্যাদেশ ১০: ৮-১১, সাম ১১৯: ১৪, ২৪, ৭২, ১০৩, ১১১, ১৩১, লুক ১৯: ৪৫-৪৮

২১ নভেম্বর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিবেদন পর্ব স্মরণ দিবসের খ্রিস্টযাগ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার ধন্যবাদিকা স্তুতি জাখারিয়া ২: ১৪-৪৭, সাম ২৩: ১-৬, মথি ২৫: ৩১-৪৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৯১ ফাদার মারিও আলবিজিনি পিমে (দিনাজপুর)

১৭ মঙ্গল ৩ অগ্রহায়ণ
+ ১৯৭৫ ফাদার ফ্রান্সেস্কো গেজ্জি পিমে (দিনাজপুর)

১৮ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৭৬ ফাদার রেমন্ড সুইটালস্কি সিএসসি (ঢাকা)

১৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৪ ব্রাদার আঁতোয়ান রিচার্ড সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার এ্যাডেলিন গনসালভেস এরএইসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১২ ফাদার এন্‌জো কর্বা পিমে (দিনাজপুর)

২০ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৮৭ ফাদার এমি ডুক্লোস সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২১ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৪৬ ফাদার ম্যাথিও কেয়ার্ণস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফাদার ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফাদার এডওয়ার্ড ওয়েটজেল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সিস্টার আন্না পল সিএসসি
+ ২০১২ ফাদার জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

করোনার আহ্বান যুব কর্মসংস্থান

যুব কর্মসংস্থান দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার নিয়ামক। মহামারী করোনার আঘাতে বর্তমানে যুব বেকারদের সংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেইসাথে উদ্যোক্তার সংখ্যা কিছু সংখ্যক হারে বেড়েছে বলে ধারণা করা যায়। অন্যদিকে, আবার করোনা মহামারীর ফলে ব্যবসা ফলপ্রসু না হওয়ায় অনেক উদীয়মান যুবারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষভাবে, করোনার পূর্বে যারা ছোট-খাট ব্যবসার মধ্যদিয়ে নিজের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিল, তারা এখন হতাশ জীবন-যাপন করছে। অন্যদিকে, অনেক কর্মজীবীরাই স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজ এলাকায় বা বাড়িতে উদ্যোক্তা হওয়ার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। আবার অনেকেই জীবিকার তাগিদে মাছ, আনারস চাষ, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং পশুপালন বা খামার পরিচালনায় মনোযোগি হয়েছেন, বেশ লাভবানও হচ্ছেন। যা তাদেরকে এগিয়ে যেতে আরও অনুপ্রাণিত করছে। যেসকল যুবারা উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী ও নিজের এবং অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখতে চায়, তাদের উৎসাহিত করাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

তাছাড়া, যুবাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সৃজনশীলতা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শুধু যুবাদের আগ্রহ ও সৃজনশীলতাই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা, উপযুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতারও প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বেকার যুবা এবং উদীয়মান উদ্যোক্তাদের ঋণদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে এগিয়ে আসতে হবে। স্বল্প কিস্তিতে ঋণদান প্রকল্প ও প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে যুবারা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক তেমনি বর্তমান প্রজন্মের যুবাদের প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাতে সরকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়কে তৎপর হতে হবে।

কর্মসংস্থান শুধু সমাজ ও দেশের উন্নয়নের নির্ধারক নয়, বরং যুবাদের সম্ভাবনাকেও বিকশিত করে এবং নিজেকে উন্নয়নের সুযোগ দান করে। তাই দেশের উন্নয়নের চাকা গতিশীল রাখতে হলে যুবসমাজকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং স্বনির্ভর হতে হবে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে বলেছেন, "যুবসমাজকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আত্মোন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৩৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।" এদিকে যুবকদের পাশাপাশি যুবনারীদেরও নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে। এদিকে গার্মেন্টস্ ও বর্তমানে বেকারগ্রস্ত বিউটি পার্লারে কর্মরত নারীরা নিজ-নিজ এলাকায় ফলমূল চাষ করে কর্মসংস্থান গড়ে তুলছে যা প্রশংসার দাবীদার। অন্যদিকে, চাকুরীর পাশাপাশি যুবনারীরা ই-কমার্স এবং ফ্রিল্যান্সিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যেমন-গার্মেন্টস্ ও অর্নামেন্টস্ বিষয়ক অনলাইন পেইজ পরিচালনা, ওয়েবসাইট ডিজাইন টিপস্ ও ইংরেজী উচ্চারণ শুদ্ধিকরণে টিপস্, ই-বুক স্টল ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, করোনাকালীন বৈরি পরিবেশেও যুবক ও যুবনারীরা গড়ে তুলছে নিজেদের কর্মসংস্থান। করোনার আহ্বানে বা তাড়নায় দিয়ে কেউ ডিজিটাল মার্কেটিং, কেউবা সেলাইয়ের মত ঘরোয়া কোন কাজ ও ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো বেছে নিয়েছেন জীবিকার তাগিদে। করোনাকালীন অল্প-স্বল্প লাভজনক যেকোন কিছুই এখন যুবাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা ও সান্ত্বনা। স্বনির্ভর দেশ গড়তে কর্মসংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পাশাপাশি যুবাদের উন্নয়নও নিশ্চিত হোক এই প্রত্যাশা করি ॥

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম

বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি

গত ২৮-৩১ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের "বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা-২০১৮-এ" 'বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম' নিয়ে উপস্থাপনা রাখেন বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি। সকলের জন্য উপযোগী ও প্রায়োগিক বিধায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে তা তুলে ধরা হলো।

বর্তমান প্রজন্ম ও বাস্তবতা

- কতিপয় আধুনিক কৃষ্টির মধ্যে পড়ে আছে: "ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কৃষ্টি" (কনজিউমারিজম এর প্রভাব) "নীরবে সয়ে যাওয়ার কৃষ্টি" (গ্লোবালাইজেশন অফ ইনডিফারেন্স) "মস্তিষ্ককে যাদুঘর বানানো," "ঠাকুরদা-ঠাকুরমার থেকে দূরত্ব"
- বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে বেকারত্ব ও শ্রম-শোষণ এবং অত্যাধিক অভিজ্ঞতা ও সার্টিফিকেট দাবী করায় বেকারত্ব।
- অভিবাসী হওয়াতে মনোকষ্ট, আশ্রিত হওয়ার লজ্জা, পরিবারের যত্নশীলতার অভাব, দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে বিদেশে ভাল কাজ থেকে বঞ্চিত।
- আধুনিক গণমাধ্যম ও যন্ত্রপাতির কারণে দূরের মানুষের সাথে সম্পর্কের গভীরতার ব্যর্থ চেষ্টা এবং কাছের মানুষগুলোকে অজানা, অচেনা করা ও দূরত্বে রাখা।
- লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে মেয়েদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা পরিবারেই ক্ষুন্ন। কর্মক্ষেত্রে যুবতীদের সমস্যা ও বেতন-ভাতা বৈষম্য (নিরক্ষরদের মজুরী)।
- পুরাতনের আঁকড়ে থাকার মনোভাবের জন্যে (প্যারিশ কাউন্সিলের মেয়াদ, চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি, ইত্যাদি) যুবারা সৃজনশীলতা, কর্ম দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা প্রমাণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ভবিষ্যত প্রজন্ম ভাবনা

- নিরাপদ বেষ্টনীতে নিজেকে দেখতে চায় না বরং ঝুঁকি নিতে চায়: "যে ঝুঁকি নিতে জানে না, সে সামনের দিকে এগুতেও জানে না। ভুল হওয়ার ভয়ে নিশ্চুপ থাকলে আরও বেশি ভুল হবে" *(পোপ ফ্রান্সিস, ১৮ জুন, ২০১৭, ভিল্না নাজারেথে বক্তব্য)*। ঝুঁকি নেওয়া এবং সঠিকভাবে কাজকর্ম করতে অভিজ্ঞদের সহায়তা নিশ্চিত করা।
- বিনা পরিশ্রমে হাত পাতা নয় বরং মেধা ও শ্রম দিয়ে মর্যাদাকর জীবন-যাপন। শুধুমাত্র গ্রহীতা নয়, যুবরা দাতাও হতে চায়। তাই তাদের শ্রম, শক্তি, সুন্দর মনের আকাঙ্ক্ষার সদ্ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দায়িত্ব নিতে চায়, পরিবর্তন আনতে চায়, নেতৃত্ব দিতে চায়। যুব বয়সে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেলে দ্রুত সাফল্য দেখাতে পারে।
- যুক্তিপূর্ণ চিন্তা-চেতনা, মতামত ও প্রস্তাবনা অগ্রাহ্য করলে এবং কোন কিছু চাপিয়ে দিলে অসহিষ্ণু হয় এবং দূরত্ব নেয় (সবল চিত্তের ক্ষেত্রে)। বয়স্কদের সান্নিধ্য, পরামর্শ, সুনজর ও সঠিক পরিচালনার ব্যবস্থা করা।
- স্বপ্ন পূরণে বাধা দিলে হতাশা ও আত্ম-সমর্পণ (দুর্বল চিত্তের ক্ষেত্রে)।
- সম্পর্ক গড়ে তোলা, সৃষ্টিধর্মী ও সৃজনশীল হওয়া এই বয়সের ধর্ম। সঠিক সম্পর্কে যেতে (৪ প্রকার ভালবাসার মাধ্যমে) সাহায্য প্রয়োজন।
- প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তির সাথেই আবেগিক সম্পর্ক গড়ে বিধায় মণ্ডলীর সাথে সম্পর্ক হয় উপযুক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক (প্রথমত পরিবারে পিতা-মাতা, পরবর্তীতে শিক্ষক, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী)
- দ্রুত পরিবর্তনশীল হওয়াতে পছন্দ-অপছন্দও তাড়াতাড়ি বদলায়। যেসব পদ্ধতি, কৃষ্টি ও রীতি-নীতি সমাজের কল্যাণে সহায়ক নয় তার দ্রুত পরিবর্তন চায়।
- জগত ও জীবনকে পরিবর্তন করতে পবিত্রাত্মার ডাক শুনতে সাহায্য করা।
- সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে ও বিলম্ব না করতে প্রবক্তা শামুয়েলের মতো সাহায্য করা।
- যুবদের কণ্ঠস্বর, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস ও আস্থা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, যুক্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক সমালোচনা শোনার চেষ্টা করা।
- সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে যুবদের মতামত প্রথম শোনা।
- বিশ্বাসযোগ্য, সৎ এবং কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রাখে এমন গুরুজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়, তাদের আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে।
- যারা সমর্থন করে, উৎসাহ দেয়, বিচার করে না তাদের সাথে একাত্ম হয় এবং সংশোধন দিলে গ্রহণ করে।
- যথা সময়ে অযত্ন করলে, সংশোধন ও সুপরামর্শ না দিলে পরবর্তীকালে দোষারোপ করে ও দূরত্ব নেয়।
- স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় বিধায় এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা প্রয়োজন।
- যিশু যেভাবে দেখেন, বুঝেন ও অনুভব করেন একজন যুবক যখন যিশুকে সেভাবেই দেখতে, বুঝতে ও অনুভব করতে পারে তখন তারা দুজনে যে সম্পর্কে প্রবেশ করে তা হলো বিশ্বাস *(আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি যেন ফলশালী হতে পারো, যোহন ১৫:১৬-১৭)*
- যুবকের অন্তরে তখন যিশুর জন্যে ভালবাসা এবং বিবেকের মধ্যে সংলাপ (প্রার্থনা) শুরু হয় যেখান থেকে আসে আহ্বান এবং নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ।
- নির্জনতা ও সহভাগিতার দ্বারা বিশ্বাস ও আহ্বানের যত্নশীলতা *(যীশুর ৪০ দিনের উপবাস, মন্দিরে গিয়ে সহভাগিতা এবং জ্ঞান ও শিক্ষার জন্যে বিস্ময়)*।

❖ বিবাহিত, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে যাওয়ার আগে যুগলক্ষণগুলোকে যাচাই বাছাই করে (ডিসার্নমেন্ট) দেখে শতগুনে ফলশালী হওয়া।

❖ নিয়ম-কানুন (অপরাধ) নৈতিকতা (ভাল-খারাপ), সামাজিক মূল্যবোধ (মান-সম্মান), আধ্যাত্মিকতা (পাপ-পুণ্য) এবং ঐশবাণীর (বাইবেল ও মণ্ডলীর শিক্ষার) মানদণ্ডে যাচাই বাছাই।

❖ তিনবারের জন্ম নিশ্চিত করতে (প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রজ্ঞায় প্রাণ-সত্তা, দীক্ষা স্নানের ঐশ-সত্ত্বা, স্বর্গে জন্মলাভ) গুরুজনদের ভূমিকার বিকল্প নেই।

❖ **যিশুর পদ্ধতিতে (মথির আহ্বান) যুবদের পালকীয় যত্ন।**

প্রথমত: থামতে হবে (মণ্ডলীর রুটিন-মাফিক কাজ সেরে যুবদের জন্যে আলাদা সৃজনশীল পরিকল্পনা)

দ্বিতীয়ত: প্রেমপূর্ণ ও দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা, দুঃখ বেদনার ইতিহাস ও প্রত্যাশার কথা শোনা (কাউন্সিলিং)।

❖ **আহ্বান জানানো:** নাম ধরে ডাকা, উৎসাহিত করা, আহ্বান বুঝতে সাহায্য করা এবং পরিবারের সঙ্গে যাত্রা করা।

❖ মণ্ডলী ও সমাজে যুবদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে নেতৃত্ব জোরদার, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ প্রদান এবং নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

❖ যুবদের শক্তি, আবেগ-অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া ও প্রত্যাশার অপব্যবহার করে কেউ যেন যুবদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার ও যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে না নেয় সেদিকে যত্নশীল হওয়া। তাই

➪ উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে সহায়তা, সুপারিশ, পরামর্শ, ইত্যাদি

➪ অভিবাসী যুবদের পরিবারের যত্নশীলতা

➪ যুব সংগঠনের মাধ্যমে উৎসব, গঠন দান এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চার নিশ্চয়তা

➪ যুবদিবস ও কোর্সগুলোতে যোগদানের সুযোগ, সহযোগিতা, পরামর্শ ও উৎসাহ দান

➪ ভুল করলেও সরিয়ে না দিয়ে সংশোধন করা

➪ কমিটি, কমিশন, প্রতিষ্ঠানে রেখে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা

➪ যোগাযোগ ও সম্পর্ক রেখে মূল্যবোধের শিক্ষা; ভোগবাদ, তুলনাবাদ, সয়ে যাওয়া, ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা

➪ স্টাডি সেশন, নির্জন ধ্যান ও কাউন্সিলিং-এ উৎসাহ দান

➪ সমস্যাগ্রস্তদের বিশেষ যত্ন নেওয়া, সময় দেওয়া ও কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা

➪ পালকীয় কাজে সাথে রাখা।

➪ আহ্বানের পরিবেশ সৃষ্টিতে পরিবারের সমালোচনা বদলাতে পদক্ষেপ নেওয়া॥ ❑

জীবনস্মৃতি

দীনেশ পিটার রেগো

আজ মনের মুকুরে ভাসে শত স্মৃতি
একান্তে স্মরণ করি মাতৃস্নেহ-প্রীতি
জন্মিলে মরতে হবে চিরসত্য রীতি-
এ বিশ্ব মাঝারে।

সুন্দর বসুধা দেখে সাধ মিটে নাই
মায়ের স্নেহ-পরশ কোথা গিয়ে পাই
জনমে জনমে সেই ফিরে পেতে চাই-
প্রতি বারে-বারে।

মাতা-পিতা ভাই-বোন যত আছে সাথী
সকলের নিভে যাবে জীবনের বাতি
তাথাপি রবে প্রাণীকুল অজস্র জাতি-
জগতের মাঝে।

এ ভব-মঞ্চের নাট্য দেখেছি তো বটে
অযাচিত পরিহাস ছিলো ভাগ্যপটে
যশ-অযশ ভেসে আসে জীবনতটে-
সে অন্তিম সাঁঝে!!

জীবন প্রদোষ ক্রমে হচ্ছে ঘোরালো
গৌরবরণ কলেবর হচ্ছে কালো
সহসা মিলিয়ে যাবে জীবনের আলো-
ঘোর অন্ধকারে।

আজীবন যাত্রাপথে টেনেছি যে ঘানি
দুঃখ-সুখের মাঝে সতত হানাহানি
চাহিদার অন্ত নাই বিলক্ষণ জানি-
নশ্বর সংসারে।

মধুর শৈশব আজ খুব মনে পড়ে
কলহাস্যে সুধা ঝরতো কচি অধরে
ঝিনুক কুড়াতাম কত নদীর চরে-
চপল উল্লাসে।

হর্ষময়? বাল্যকাল আসবে কি ফিরে?
বনেতে আনাগোনা আম-জামের ভিড়ে?
সেই স্মৃতি মনে হলে ভাসি আঁখি নীরে-
নিঠুর প্রবাসে!!

জীবনস্মৃতি সুপ্ত মনে করে দংশন
দেশাত্মবোধ জাগে হৃদয়ে অনুক্ষণ
নশ্বর ভূবনে সংক্ষিপ্ত এই জীবন-
স্মৃতি ভিন্ন-ভিন্ন।

গোছাতে চাই বিক্ষিপ্ত কিছু স্মৃতিসার
ঘুণপোকা খেয়ে তা করল কি অসার?
ধরাতল মোহমঞ্চ মিছে অভিসার-
স্মৃতি ছিন্নভিন্ন।

জীবনে ভালবাসা এসেছিলো নীরবে
সাদর পায়নি বলে পালিয়েছে কবে
তার আশা ছিল আমার হয়েছে রবে-
চিরদিনের জন্য।

আছে মম জীর্ণ ট্রাঙ্কে তার লেখা-চিঠি
আমার প্রথম প্রেম সে প্রিয় অতিথি
আজো তারে মনে পড়ে খুব যথারীতি-
তাতে আমি ধন্য।

যতোসব স্মৃতি আছে এ জীবন ঘিরে
মনের মুকুরে ভেসে উঠে ফিরে ফিরে
সহসা ডুবে যাই অঝর আঁখি নীরে-
হয়ে বন্ধুহারা!

মম সাথী এতকাল ছিলো যারা পাশে
একে-একে দিলো পাড়ি অচীন নিবাসে
আর পাবো না বন্ধুবর্গ মম সকাশে-
গত হলো যারা।

উচ্চাশা পুষে চলি রঙিন স্বপ্ন লয়ে?
যতক্ষণ আছে শ্বাস অনিত্য আশ্রয়?
জীবনস্মৃতি থাকবে কি অম্লান হয়ে?-
প্রশ্ন উঠে মনে।

সকালে হেঁটেছি চার পায়ে? ভর করে
দুপুরে হেঁটেছি দুপায়েতে স্বনির্ভরে
সন্ধ্যাকালে হাঁটি তিন পায়ের উপরে-
স্মৃতির অঙ্গনে।

এ কথার অর্থ বলো সকল পাঠক
কথার প্যাচে এখানে করেছি আটক
ধাঁধাখানি শক্ত নয়? সহজ নিছক-
জটিলতা নাই।

জীবনস্মৃতি কাব্য দিলাম উপহার
অসমাপ্ত স্মৃতিকথা পেলো কি বিস্তার?
জীবনস্মৃতি করি হেথা উপসংহার-

মৃত্যুর পরপারের অতন্ত্র প্রহরী

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

দেহ থেকে আত্মার সম্পূর্ণ বিয়োগই হল মৃত্যু। আত্মা বিমুক্ত হওয়ার পর দেহ গলে মাটি হয়ে যায়। আত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাতে যায় এবং এই সময়ে গৌরবান্বিত দেহের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। ঈশ্বর তাঁর সর্বশক্তির মাহাত্ম্যে ও যিশুর পুনরুত্থানের ক্ষমতার গুণে, আমাদের আত্মার সঙ্গে দেহ একত্রীকরণের মাধ্যমে, নিশ্চিতভাবে আমাদের দেহকে অবিনশ্বর জীবন দান করবেন। "যারা সৎকর্ম করেছে তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে" *(যোহন ৫:২৯; দানিয়েল ১২:২)* মানুষের জীবনের পরম এবং চরম লক্ষ্যই হল প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে মিলন। এ মিলনকে আভিলার সাধ্বী তেরেজা বর এবং বধূর মিলনের সাথে তুলনা করেছেন। আমাদের বর হলেন খ্রিস্ট যিনি অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা সবাই হলাম তাঁর বধূ। আমাদের বর আমাদের জন্য অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় উন্মুখ হয়ে আছেন মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। নদীর আনন্দ যেমন সাগরের সাথে মিশে একাকার হওয়ার মাধ্যমে, তেমনি অমাদের আনন্দ আমাদের জীবন স্বামীর সাথে মিশে একপ্রাণ হওয়ার মাধ্যমে। তিনি দেহ গ্রহণ করেছেন, যাতনা-ভোগ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শেষে পুনরুত্থান করেছেন যেন আমরা তাঁর সাথে পুনরুত্থান করতে পারি। তাঁর সাথে পুনরুত্থিত হয়ে চিরসুখী হওয়াটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মন্ত্র হল- ঈশ্বরে বিশ্বাস, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সৃজনশীল, মুক্তিদায়ী ও পরিত্রাণকারী কাজে বিশ্বাস স্বীকারোক্তির পরম সমাপ্তি হচ্ছে শেষ দিনে শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস। এই অনন্ত জীবন লাভই হল অতন্ত্র প্রহরীর সান্নিধ্যে চিরকাল সুখে থাকা।

বসন্তকালে বৃক্ষ তাঁর রূপ পরিবর্তন করে পাতা পরিবর্তনের মাধ্যমে। সাপ পরিবর্তিত হয় খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে আর বীজ পরিবর্তিত হয় চারা গাছে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে। আমরা পরিবর্তিত হই খ্রিস্টের ন্যায় রূপান্তরিত দেহ গ্রহণের মাধ্যমে। যেমনটি অতন্ত্র প্রহরী খ্রিস্ট তাঁর মৃত্যুর পর গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই তো মাগ্দালেনা মারীয়া প্রথমে যিশুকে চিনতে পারেননি। পরে যিশুর কথা শুনে তাঁকে বিশ্বাস করেছে এবং চিনতে পেরেছেন। আমরাও পরবর্তীতে আমাদের অতন্ত্র প্রহরীর সাথে এক হব মৃত্যুর মাধ্যমে। মৃত্যুর বিষয়টির কারণে মানুষের অবস্থা সন্দিহান। শারীরিক মৃত্যু স্বাভাবিক, কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মৃত্যু হল "পাপের মজুরি" *(রোমিও ৬:২৩; আদি ২:১৭)*। যারা খ্রিস্টের অনুগ্রহে মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য মৃত্যুই হল খ্রিস্টের মৃত্যুতে অংশগ্রহণ, যাতে তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে *(রোমিও ৬:৩-৯, ফিলিপ্পিয় ৩:১০-১১)*। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও আশা করি যে, খ্রিস্ট যেমন প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, তেমনি ধার্মিকজনেরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন এবং শেষদিন তিনি তাদের পুনর্জীবিত করবেন *(যোহন ৬:৩৯-৪০)*। আমাদের জীবনের পুনরুত্থান, তাঁর পুনরুত্থানের মতই হবে পরম পবিত্র ত্রিত্বের কাজ।" যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিস্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন *(রোমিও ৮:১১; ১ থেসা ৪:১৪;১ম করিন্থীয় ৬:১৪; ২ করিন্থিয় ৪:১৪; ফিলিপ্পিয় ৩:১০-১১)*।

মৃত্যু পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি। আমাদের জীবন সময়ের পরিমাপে মাপা হয়। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন হয়, বয়স বাড়ে, এবং সমস্ত জীবিত সত্তার মতই মৃত্যু মনে হয় জীবনের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর এই দিকটা আমাদের জীবনে জরুরি তাড়া দেয়। আমাদের নশ্বরতা স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবনে পূর্ণতা আনতে আমাদের হাতে সময় সীমিত। "তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর... কারণ ধূলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে এবং প্রাণবায়ু যার দান, সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে *(উপদেশক ১২:১, ৭)*। যিশু দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরুত্থানের বিষয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন ফরিসিরা ও যিশুর সময়কালীন অনেকেই তাতে প্রত্যাশী ছিল। সাদুকিরা যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন না, তিনি তাদের বলতেন, "আপনারা শাস্ত্রও জানে না বিধায় আপনারা কি নিজেদের ভোলাচ্ছেন না"*(মার্ক ১২:১৪; যোহন ১১:২৪; শিষ্যচরিত ২৩:৬)*? পুনরুত্থানের বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত "তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর" *(মার্ক ১২:২৭)*।

মৃত্যু পাপের পরিণাম। পবিত্র শাস্ত্র ও খ্রিস্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, "মানুষের পাপের কারণেই পৃথিবীতে মৃত্যু প্রবেশ করেছে" *(আদি ২:১৭; ৩:৩; ৩:১৯; প্রজ্ঞা ১:১৩; রোমীয় ৫:১২; ৬:২৩)*। মৃত্যু খ্রিস্টের দ্বারা রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বরপুত্র যিশু যিনি আমাদের অতন্ত্র প্রহরী তিনি নিজেও মৃত্যু যন্ত্রণাভোগ করেছেন এবং এটা মানবিক অবস্থার অংশ। তবুও মৃত্যুকালে তাঁর যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেছেন, তাঁর পিতার ইচ্ছার প্রতি স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসেবে *(মার্ক ১৪:৩৩-৩৪; হিব্রু ৫:৭-৮)*। যিশুর বাধ্যতাই মৃত্যুর অভিশাপকে আশীর্বাদে রূপান্তরিত করেছে *(রোমীয় ৫:১৯-২১)*। সাধু পল খ্রিস্টীয় মৃত্যুর অর্থকে আমাদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলীর মাধ্যমে। "কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রিস্ট এবং মৃত্যু লাভ" *(ফিলিপ্পিয় ১:২১)*। "এই কথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে" *(২ তিমথি ২:১১)*। খ্রিস্টীয় মৃত্যু সম্পর্কে যা মূলত: নতুন তা হল দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রিস্টানরা ইতোমধ্যেই সংস্কারীয়ভাবে 'খ্রিস্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ' করেছে নতুন জীবন-যাপনের জন্য, এবং আমরা যদি খ্রিস্টের অনুগ্রহে থেকে মৃত্যুবরণ করি, তবে শারীরিক মৃত্যু, "খ্রিস্টের সঙ্গে মৃত্যু"-র পূর্ণতা দান করে এবং এভাবে তাঁর সঙ্গে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজে পুরোপুরি এক হয়ে যাই। এ প্রসঙ্গে আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নাসিউস বলেন, "আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার চেয়ে বরং খ্রিস্ট যিশুতে মৃত্যুবরণ করা আরও শ্রেয়। যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমি তাঁকেই খুঁজি। যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, আমি তাঁকেই যাচ্না করি। আমি মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে আছি-আমাকে প্রকৃত আলো গ্রহণ করতে দাও। আমি যখন সেখানে পৌঁছাব তখই আমি মানুষ হব।"

মৃত্যু হল মানুষের এই পার্থিব তীর্থযাত্রার এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়াপূর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তি। ঈশ্বরই এই জীবন দিয়ে থাকেন

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মৃত্যু তুমি আজও রহস্যময়

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ

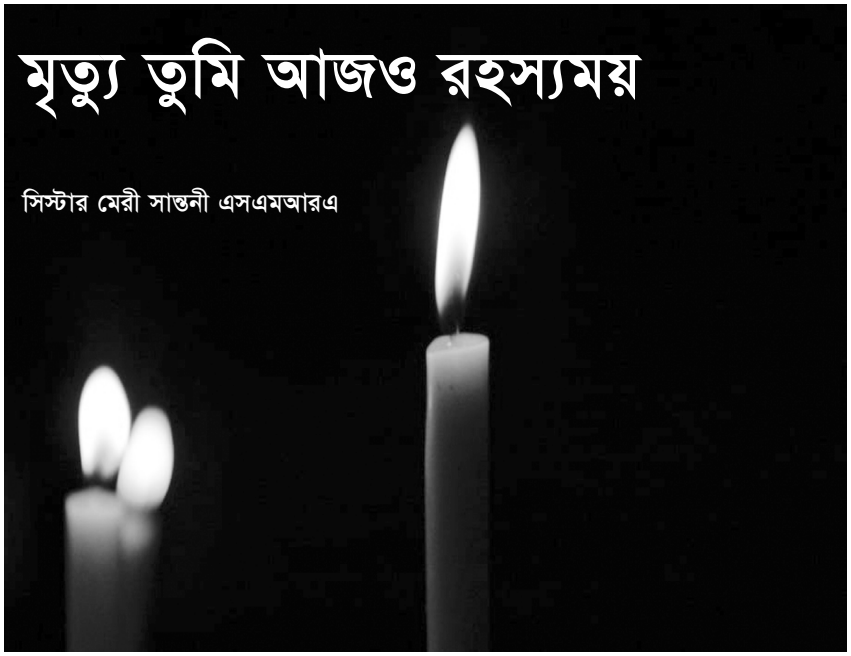

জন্ম-মৃত্যু মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এক চিরন্তন সত্য। এই সুন্দর পৃথিবীতে একবার জন্ম নিলে মৃত্যুকে আমাদের বরণ করে নিতেই হবে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী বা নশ্বর। কারণ কেউ যুগ-যুগ ধরে এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে সারাজীবন বেঁচে থাকতে পারবে না। শূন্য হাতে এসেছি তেমনি শুন্য হাতেই যেতে হবে। মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মত কোন উপায় বা পদ্ধতি আমাদের জানা নেই বা মৃত্যুকে আমরা লোহার শিকলেও বেঁধে রাখতে পারবো না। মৃত্যু বা মরণ এমন এক সত্যি যা আমাদের সবাইকে একদিন বরণ করে নিতে হবে। সবকিছু ফেলে রেখে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে। বিদায় নিতেই হবে মায়াভরা পৃথিবী থেকে, ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে যেতে হবে পরপারে। কারণ মৃত্যুকে জয় করার মত কোন কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বা পরবর্তীতেও হবে না।

এক আদিম রহস্যের নাম মৃত্যু। অমোঘ, অজেয়, অনিবার্য, চিরকালীন বিস্ময়। কারও কাছে সে চূড়ান্ত আতঙ্ক। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে, মৃত্যু আসলে কী? কিন্তু মৃত্যুর কোন একক সংজ্ঞা নেই। এমনকি নেই সুনির্দিষ্ট কোন মুহূর্ত। মৃত্যু মানব জীবনের একটি নিশ্চিত বাস্তবতা হলেও মৃত্যু আজও প্রতিটি মানুষের কাছে রহস্যময়, অকল্পনীয়, বেদনাদায়ক, কষ্টকর এবং অপত্যাশিত এক ঘটনা। মানব জীবনের এক অন্ধকারময় মুহূর্ত। তাই মৃত্যুর কথা ভাবলেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে-মৃত্যু তুমি কেন এসেছিলে এই ত্রিভুবনে? একটি প্রাণের প্রাণ নিতে কেন তোমার এত আনাগোনা, এত পথচলা? মৃত্যুর করুণ চিত্র মুখে বলা যায় না শুধু হৃদয়ে অনুভব করা যায়। প্রিয়জন হারানোর অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। সেই ব্যথাতুর মুহূর্তটি সারাজীবনের সঞ্চিত ভালবাসার ধন নিমেষেই যেন ধূলিসাৎ করে দেয়। বহু সংগ্রামের পর যে সুখের নীড় রচিত হয়েছিল তা মুহূর্তে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। ভালবাসার বিয়োগ ব্যথায় মুখের ভাষা হারিয়ে যায়, শুধু নীরবে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। মৃত্যুতে সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাইতো অজস্র চোখের জলে কিংবা আর্তচিৎকারের ক্রন্দন ধ্বনিও তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে, কোন দাম থাকে না। শুধু স্বার্থপরের মত সে শুধু শুনে আর শুনে।

মৃত্যু সত্যিই রহস্যময়, অকল্পনীয়। ভালবাসার কাছে বিরহ যেমন বেদনা দায়ক, সুন্দরের মাঝে অসুন্দরকে গ্রহণ করা যেমন কষ্ট, তেমনি জীবনের মাঝে মৃত্যুকে গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাই মৃত্যুর সংজ্ঞা যদি দিতে হয় তাহলে শুধু বলবো যে, মৃত্যু মানে কষ্ট, মৃত্যু মানে বেদনা। আর এই কষ্ট, এই বেদনা ক্ষণিকের নয় বরং সারাজীবনের জন্য।

স্টিভ জবস বলেন, "মৃত্যুই আমাদের সবার গন্তব্য। কেউ এখান থেকে পালাতে পারেনি। আর সেটাই হওয়া উচিত, কারণ মৃত্যুই সম্ভবত জীবনের অন্যতম বড় আবিষ্কার। এটা জীবন পরিবর্তনের এজেন্ট। এটা পুরনোকে ঝেড়ে নতুনের জন্য জায়গা করে দেয়"। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে মৃত্যু শেষ কথা নয় বরং মৃত্যু আশার আলো দেখায়। মৃত্যু মানে হল নশ্বর জীবনের সমাপ্তি এবং অবিনশ্বর জীবনের প্রবেশদ্বার। মৃত্যু একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে অনন্ত জীবনের সূচনা হয় অর্থাৎ শ্বাশত জীবনের আরম্ভ হয়। মৃত্যু দ্বারা আমরা যিশুখ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি আবার তাঁরই সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি।

পৃথিবীতে কালবৈশাখী ঝড়ের পরে প্রকৃতিতে যেমন শান্ত স্থিরতা বিরাজ করে, অমাবস্যা রাতের পরে একটি জোৎস্না রাত, প্রিয়জনের মান-অভিমান শেষে ভালবাসার মিলন সন্ধি, হতাশা-নিরাশার পরে নব আশা, নব প্রেম। তেমনি মৃত্যুর বিদায়ের পরে স্বর্গীয় সুখের সূচনা হয়। তাই বলা যায় যে, মৃত্যু সকল সুখের শেষ নয় বরং স্বর্গীয় সুখের শুরু হয় মাত্র। নভেম্বর মাস আসলেই মনে পড়ে যায় প্রিয়জন হারানোর ব্যথাতুর মুহূর্তটি। পরিবারে ফেলে আসা দিনগুলোর সুখ-দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মৃতি বিজড়িত সেই দিনগুলোর কথা ভেবে মনে কষ্ট হয়, দুঃখ লাগে। তাই কবির ভাষায় বলা যায়....মানুষের জীবনটাতো আশা-নিরাশার দোলায় দোলে

কতো রঙ্গিন স্বপ্ন বুনে জীবনের তরে
সেই স্বপ্নগুলো সময়ের ব্যবধানে, নির্মূল
মৃত্যুর আগমনে,
কোথায় যেন হারালো?
সেই হারানো স্বপ্নগুলো থাকে, বেদনার
স্মৃতি দিয়ে মোড়ানো।

এই মাস আমাদের সুযোগ এনে দেয় জীবন ধ্যান ও মূলায়ন করার। বলে দেয় মানুষের জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাই এ জীবনে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত, বাড়ি-গাড়ী, মান-মর্যাদা, জীবন-যৌবন সব কিছুই মূল্যহীন। কোন কিছুরই দাম নেয় মৃত্যুতে। পৃথিবীতে, সমাজে, পরিবারে কলহ-বিবাদ, বৈষম্য থাকলেও মৃত্যুতে কোন বর্ণ ভেদাভেদ বা বৈষম নেই। মৃত্যুর কাছে সবাই সমান।

মৃত্যু রহস্যময় হলেও একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পরে আছে অনন্ত জীবন। তাই আসুন, এই নভেম্বর মাসে আমরা সকলেই আমাদের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই। জীবনের যত দুর্বলতা রয়েছে তা উপড়ে ফেলে দেই এবং অন্তরে ভালবাসার একতার বন্ধন গড়ে তুলি॥ ❑

মৃত্যুঃ আমাদের জন্য প্রতীক্ষিত

ডিকন লেনার্ড রোজারিও

ঈশ্বর প্রকৃতিকে অপরূপ ঋতু বৈচিত্র্যে সাজিয়েছে। ঋতুরাজ হল বসন্তকাল। বসন্তকাল আসলেই গাছে-গাছে তার রূপ ধারণ করে নব রূপ। গাছে-গাছে কচি-কচি পাতায় ভরে ওঠে। অন্য কথায় বলতে পারি, সাপ যেমন তার সময় আসলে সে খোলস থেকে নিজেকে বের করে নতুন রূপ ধারণ করে, ফসলের ছোট বীজ রূপান্তরিত হয়, জীব প্রকৃতির পরিবর্তন যেমন হয়, তেমনি মানব জীবনেও এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানব-জীবনে দেখি শিশুকাল থেকে বয়বৃদ্ধকাল এবং শেষ হয় তার মধ্যদিয়ে। তাই বলে মানুষের পরিশ্রমের এবং চেষ্টার শেষ নেই বেঁচে থাকতে, জীবনকে ভালভাবে উপভোগ করতে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে বাঁচিবারে চাই"। এই চাওয়া শুধু কবিগুরুর একার নয় বরং মানবকুলের, সর্বজনীন। জীবনের পরম লগ্নে যখন কোন বিস্ময়কর অন্যান্য উপলব্ধি ঘটে, মানুষ তো তখনই জানে তা কত ক্ষণিক। নিজের মধ্যে উপদেশক এই সত্য উপলব্ধি করে বলছেন- "কালের যাত্রা পথে, এই বিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে নির্দিষ্ট তার কাল, নির্দিষ্ট তার ক্ষণ... জন্মের কাল আছে, মৃত্যুর কাল আছে ঘৃণা আছে শান্তির, আছে সংগ্রামের কাল *(উপদেশক ৩:১-৮)*। তবে মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা সবসময় থেকেই যায়-মানুষ কেন মরে যায়? মানুষ মরে কোথায় যায়? কেন আমাদের মরতে হবে? কোথায় মরবো? কখন মরবো? কিভাবে মরবো? শিশুরা কেন মরে ইত্যাদি-ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন যেসকল উত্তর কেউ সহজে দিতে পারে না। মৃত্যু কথাটি শুনলে আমরা অনেকেই ভয় পাই। "আমরা মরতে শিখেছি, আমাদের মারবে কে? মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি বাস্তবতা, যদিও তা কারও কাছে মূর্তমান বিভীষিকা, হিম শীতল এক রহস্য, তবে কারও কাছে মৃত্যু হল না পাওয়াকে পাওয়ার এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। মৃত্যু জীবনে পরিসমাপ্তি নয় এবং একটি পর্যায় থেকে অন্য একটি পর্যায়ে যাওয়ার মাধ্যম মাত্র।

ঈশ্বর মানুষকে মৃত্যুহীন করে সৃষ্টি করেছিলেন। মৃত্যু শয়তানের প্রলোভন ও মানুষের লোভের ফল হিসাবে লব্ধ বাস্তবতা। মৃত্যু জীবনের পূর্ণতা আনে। মানুষ যদি মৃত্যুহীন হতো তবে মানুষের কাছে জীবন এতো আকর্ষণীয় হতো না। মৃত্যু মানুষকে সংযত করে, পরিণত করে; কারণ মানুষ তার জীবনে চাইলেও যা খুশি তাই করতে পারে না, কারণ মৃত্যুর পরশ পাথরে যারা আচ্ছাদিত তাদের অন্তিম পরিণাম নিয়ে মানুষ না চাইলেও ভাবনার সাগরে সাঁতার কাটে। জীবন যেহেতু বাস্তবতা; তাই মৃত্যুর পরের বাস্তবতা নিয়ে মানুষ শঙ্কিত, আতঙ্কিত কিন্তু সকলে নয়; যারা তাদের জীবনকালে ধর্ম ও জগতের মানদণ্ডে ভাল কিছু করে তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে মৃত্যু কোন ভয় নয়। কারণ দীক্ষার মধ্যদিয়ে প্রতিজন খ্রিস্টভক্ত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অংশী হয়ে মৃত্যুকে জয় করেছে এবং সেই মহাআগমনের দিনে পুনরুত্থিত হওয়ার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে আদীতে যেমন দুসাহস দেখিয়েছেন আজকের দুনিয়ায়ও তারা তেমন তেমনি সাহস দেখিয়ে যাচ্ছে। ভক্তিভরে স্মরণ করি, সেই ধর্মশহীদদের যারা ধর্ম ও বিশ্বাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্য বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছেন।

ভাল মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি অধিকার। মানুষ ভাল মৃত্যু চায়, অপঘাতে বা আত্মহননের মৃত্যু নয়, মহামহিমাময় মৃত্যু। মহান দার্শনিক সক্রেটিস বীরদর্পে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মিথ্যার সাথে আপোস করেননি; কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টের মৃত্যু ছিল করুণ, তাঁর স্বাধীনভাবে মৃত্যুবরণ করার অধিকার হরণ করা হয়েছিল। তাঁকে দস্যুদের মাঝে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে তিনি পাতালে অবরোহন করলেন এবং এর মধ্যদিয়ে তিনি সর্ব মানবজাতির মুক্তি নিশ্চিত করলেন। পুরাতন নিয়মে কয়েকজন মানুষ পাওয়া যায় যারা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেননি যেমন-এলিয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে মৃত্যু থেকে বাঁচার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। নতুন নিয়মে এ উদাহরণ রয়েছে কিন্তু সবার মৃত্যুর চেয়ে খ্রিস্টের মৃত্যু সম্পূর্ণ আলাদা। খ্রিস্টের মৃত্যু তাঁর দেহধারণের পূর্ণতা দান করে।

মৃত্যু আমাদের জীবনে যে কোন সময় হানা দিতে পারে। তাই সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। আগামীকালের জন্য কোন কিছু ফেলে রাখা ঠিক না; কারণ আমাদের জীবনে আগামীকাল বলে বস্তুত কিছু নেই। জীবনে যা আছে তা হল আজ। তাই এখনই সময় মন পরিবর্তনের, জীবন পরিবতর্নের। মৃতদের নিজেদের কোন ক্ষমতা নেই তারা নিজেরা নিজেদের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে না। তাই গানে বলা হয়, "সময় আছে জীবনকালে, নাহি উপায় মরণ হলে"। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে আমরা যারা জীবিত আছি আমরা আমাদের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে মৃতদের আত্মার কল্যাণ সাধন করতে পারি। তাই আমাদের প্রিয়জন যারা মৃত্যুলোকে প্রবেশ করেছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকার করা কত না জরুরী। প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকার দিয়ে আমরা অসাধ্যও সাধন করতে পারি। যিশুর শিষ্যদের অলৌকিক কাজ করতে না পারার কারণ হিসাবে অল্প বিশ্বাস, প্রার্থনা এবং উপবাস না করার কথা জানান। আমাদের প্রার্থনা অনেক বেশি শক্তিশালী, প্রার্থনা আমাদের বর্তমান বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, মৃত্যুর পর অন্যদের প্রার্থনাও আমাদের রক্ষা করতে পারে। দূতের বন্দনা প্রার্থনায় আমরা মা-মারীয়ার কাছে মিনতি করি তিনি যেন আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কেউ যদি নিজে নিজের জন্য প্রার্থনা না করে তার জন্য অন্যে প্রার্থনা করলে কি ফল হবে?

মৃত্যুর সাথে স্বর্গ, নরক ও মধ্যস্থানের ধারণা যেমন জড়িত; তেমনি ব্যক্তিগত বিচার, মহাবিচার ও যিশুর পুনরাগমনের ধারণাও জড়িত। আমাদের বর্তমান জীবন, আমাদের আনন্দ, জীবন বা শান্তির নিয়ামক। তাই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের হাতে কোনটা বেছে নেব, ভাল বা মন্দ, স্বর্গ বা নরক, গৌরবময় আনন্দ বা শান্তি। আসুন, আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার যথাযোগ্য ব্যবহার করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেই ও কাজ করি। যেন সবাই একদিন সেই শ্বাশতলোকে প্রভুর কৃপায় ধন্য হতে পারি।

স্বর্গঃ স্বর্গের কথা যখনই আমরা শুনি ছোটবেলা থেকে আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে যেসব ধারণা

পেয়েছি তা মনে পড়ে যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, স্বর্গ হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে ঈশ্বর রাজত্ব করেন এবং সমস্ত স্বর্গদূত তার মহিমায় মুখরিত। প্রভু যিশু খ্রিস্ট তার ডান পাশে উপবিষ্ট আছেন এবং তারই মধ্যদিয়ে আমরা স্বর্গে যাবো। ঐতিহ্যগত শিক্ষা অনুযায়ী স্বর্গ হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর থাকেন, সেখানে যারা যাবে চিরকালীন আনন্দ তারা লাভ করবে। পুরাতন নিয়মে স্বর্গকে a place of eternal bliss হিসেবে বলা হয়েছে। যারা ঐশ করুণায় মারা যায় তারা সেখানে যেতে পারবে। আবার ঈশ্বরের শহর (city of God) হিসেবেও দেখানো হয়েছে *(আদি ১১:৫; সাম ১৮:১০)*। নতুন নিয়মে যিশুর কথায়, "পিতা, তুমি যে মহিমা আমাকে দিয়েছ, সেই মহিমা আমি তাদের দিয়েছি, যেন তারা এক হয়, আমরা যেমন এক" *(যোহন ১৭:২২)*। তিনি আরো বলেন, "পিতা তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ, সেই মহিমা যেন তারাও লাভ করতে পারে" *(যোহন ১৭:২৪)*। যিশু স্বর্গরাজ্যকে একটি বিবাহভোজের সাথেও তুলনা করেছেন *(মথি ২৫:১০; লুক ১৪:১৫)*। সাধু পলের ভাষায় স্বর্গরাজ্য হচ্ছে একটি রহস্যময় প্রজ্ঞার মতো (a mysterious (hidden) wisdom) *১ম করি ২:৯*। পোপ ২জন বলেছেন, "সেই স্বর্গীয় জেরুশালেমে ঈশ্বর মানুষের চোখের জল মুছে দেবেন এবং তার দুঃখ নিবারণ করে সব কিছু নতুন করে তুলবেন"।

নরক : নরকের বর্ণনা দেওয়া হয় এইভাবে, নরক হচ্ছে এমন একটা স্থান যেখানে শয়তান থাকে এবং পাপীদের জন্য অনন্তকালীন শাস্তির জায়গা। ইংরেজি শব্দ Hell হিব্রু শব্দ 'Sheol' যার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরের স্থান এবং গ্রীক শব্দ 'Hades' and 'Gehenna' থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে ঐশ আদেশে পাপীদের শাস্তির জায়গা। দ্বিতীয় শব্দ 'Ge-Hinnom' (valley of hinnom) যা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'Ge-ben-hinnom' এই উপত্যকাটি জেরুশালের দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত। এই স্থানে রাজা আহাজ এবং মানাসের শাসনকালে পৌত্তলিক রীতি (pagan rites) অনুযায়ী শিশুদেরকে আগুনে পুড়িয়ে উৎসর্গ করা হতো *(১ বংশাবলি ২৮:৮, ১৮:১৬, যেরোমিয় ৭:৩১)*। পরবর্তীতে ইহুদের লেখনীর মধ্যে এই স্থানটিকে পাপীদের শাস্তির জায়গা হিসেবে বর্ণানা করা হয়েছে। তবে নরকের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা মারাত্মক পাপ করে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছেন এবং অনন্ত জীবনে লাভের অযোগ্য হয়েছেন মৃত্যুর পরে ঈশ্বর তাদেরকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। যদি যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, তার স্বর্গ-নরক কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। যারা যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী, যারা ঈশরের দেওয়া পরিত্রাণ তার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন তা গ্রহণ না করবে এবং অবিশ্বাসী যদি মন পরিবর্তন না করে তাহলে তাদেরকে অনন্ত আগুনে পুড়তে হবে *(মথি ৫:২২, ২৯; ১৩:৪২)*।

নরকের বৈশিষ্ট হচ্ছে: আমরা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারি না নরকের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রচলিত অর্থে নরকের বৈশিষ্ট্য আমরা যা জানি তা হল, ক) নরকের শাস্তি পাপের অবস্থান অনুযায়ী। এটা শুধু কষ্টের অভিজ্ঞতা নয় বরং হারানোরও অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরের ভালোবাসা, উত্তমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখময় স্থান। খ) নরকের যন্ত্রণা বিভিন্ন ধরনের। তবে যারা মধ্যস্থানে থাকেন ভক্তদের প্রার্থনায় কিছু আত্মা যে স্বর্গে যায় এই কথা মণ্ডলী সর্বদা স্বীকার করে। গ) নরক একটা অবস্থান যেখানে আনন্দ নেই, সুখ নেই। তবে এটা একটা রহস্য। Angelo Roncalli বলেছেন, নরককে ভয় পেতে হবে না, তবে ঈশ্বরের ভালোবাসার ওপর নির্ভর করতে হবে।

মধ্যস্থান: স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থানটিকে মধ্যস্থান (Purgatory) বলা হয়। ঐশতত্ত্ববিদ Hans Urs Von Balthasar-এর মতে, "Purgatory is a healing punishment issues from sheer mercy"। *(১ যাজকীয় ১২: ৪৪-৪৬)* মৃতদের জন্য প্রার্থনা করা হয় যেন তারা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য গ্রন্থেও উল্লেখ্য আছে যে কিছু আত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান *(ইসা ৬৬:১৫; যোয়েল ২:৩; ২থেসা ১:৭-৮)*। পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন " খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, মধ্যস্থানে ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে হতে হবে। মধ্যস্থান কোন স্থান নয় বরং একটা অবস্থান তাই এইসব আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করা আমাদের উচিত। মধ্যস্থান হলো ক্ষণকালীন ঈশ্বরের শাস্তি লাভের স্থান। তাই বলা যায় যে, মধ্যস্থানে আত্মার শুদ্ধিকরণের পর মানুষ স্বর্গে যায়।

আমাদের জন্য খ্রিস্টীয় মৃত্যুর একটি গুরত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যু দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি আবার তাঁরই সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দের সহভাগী হই। আমরা মৃত্যুবরণ করি দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সাথে বসবাস করার জন্য। ইহজগতে আমাদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যদিয়ে আমাদের বিচার ও মূল্যায়ন করা হবে। তাই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের হাতে কোনটা বেছে নেব, ভাল বা মন্দ, স্বর্গ বা নরক, গৌরবময় আনন্দ বা শাস্তি। আসুন, আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার যথাযোগ্য ব্যবহার করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেই ও কাজ করি। যেন সবাই একদিন সেই শ্বাশতলোকে প্রভুর কৃপায় ধন্য হতে পারি॥❑

মৃত্যুর পরপারের অতন্ত্র প্রহরী

(৮ পৃষ্ঠার পর)

যেন মানুষ পৃথিবীতে ঐশপরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করে নিজের জীবনের চরম লক্ষ্য নিজেই স্থির করতে পারে। তখন আমাদের পার্থিব জীবনের যাত্রা পূর্ণ হয় *(২য় ভাতিকান মহাসভা: বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী ৪৮.৩)*। খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের উৎসাহিত করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে। প্রাচীন সাধু-সাধ্বীদের স্তবগানে খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে, "অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর হাত থেকে, প্রভু, আমাদের উদ্ধার কর"। দূতের বন্দনা প্রার্থনায় ঈশ্বরের জননীকে অনুরোধ করতে বলে, যেন তিনি "আমাদের মৃত্যুকালে" প্রার্থনা করেন, এবং ভাল মৃত্যুর প্রতিপালক সাধু যোসেফের নিকট আমাদের নিজেদের উৎসর্গ করতে বলে। "তোমার সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, তাদের মতই হওয়া উচিত যারা দিন শেষ হবার আগেই মৃত্যু প্রত্যাশা করে। তোমার বিবেকে যদি তুমি শান্ত থাক, তবে মৃত্যু তোমার জন্য ভয়ঙ্কর হবে না...। তাহলে কেন মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে পাপমুক্ত থাক না? তুমি যদি আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত না থাক, তবে খুব সম্ভবত: আগামীকালও তুমি প্রস্তুত থাকবে না" *(খ্রিস্টের অনুকরণ, ১, ২৩, ১)*।

আমরা সবাই স্বর্গের পথের তীর্থযাত্রী। আমাদের জন্য অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় অপেক্ষমান খ্রিস্ট। আমরা যারা পাপের অবস্থায় পড়ে আছি আমরা যেন মন পরিবর্তন করে তার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি। তিনিই হলেন- পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্যদিয়ে না গেলে কেউই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ খ্রিস্টের সঙ্গে থাকাই হল বেঁচে থাকা, খ্রিস্ট যেখানে সেখানেই জীবন, সেখানেই স্বর্গরাজ্য॥ ❑

আয়ের উৎস সন্ধানে প্রকৃতি-বান্ধব পাহাড়ী পরিবেশ

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড় প্রকৃতি পরিবেশ ও জীবন জীবিকা বর্তমান এক বিংশ শতাব্দীতে পাহাড়ী উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারায় বিশেষ করে কৃষি কাজে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। বৃক্ষরোপণ সবুজায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নব দিগন্তে উন্মোচন বর্তমান পাহাড়ী সমাজ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিন্তা, চেতনায় ও সচেতনতায় ক্রমবর্ধমানভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমনকি সাবেকী প্রথায় কৃষিকাজে সম্পৃক্ততা থেকে বর্তমানে বের হয়ে এসে প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়ের উৎস সন্ধানে ফসলি জমি পাহাড়, বসত-ভূমিতে, আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ রকমারী ফল-ফলাদির চাষের মধ্যে নিত্য-নতুন বিজ্ঞানসম্মত চাষের নতুন প্রযুক্তি পদ্ধতি ও উদ্ভাবন নতুন প্রেরণায় পাহাড়ী সমাজ ব্যবস্থায় জীবন-যাত্রায় প্রতিধ্বনি হচ্ছে। এখানে উৎপাদন ক্ষেত্রে সহজলভ্য ঋণের প্রাপ্তির সুযোগ, পরিবহন উন্নয়নের ফলে দিন মজুর ও ক্ষেত মজুরের ক্ষেতে খামারে বিভিন্ন বাগানে নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রত্যন্ত এলাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা সুফল ভোগ করছে।

ছবিতে ফাদার রবার্ট গনসালভেছ খাগড়াছড়িতে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন

এখানে চান্দের গাড়ি, জীপ গাড়ি, মাহিন্দ্র, ট্রাক্টর, অটোবাইক এমনকি মোটর সাইকেল পাহাড়ী জনপদে জীবন-যাত্রায় উৎপাদিত দ্রব্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। এছাড়া, গহীন বনভূমি হতে বিভিন্ন মৌসুমে ফল ফলাদি ক্রয় বিক্রয়, স্থানান্তর ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বাগান খামারিদের সাথে মধ্যস্বত্বভোগী বেপারীদের লেনদেন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাহাড় হতে উৎপাদিত ফসল ফলফলাদি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস ও এসএ পরিবহনের ব্যবস্থাপনায় স্বল্প খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামান্য সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন স্থানে চলে যাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে, টাটকা, পরিপক্ক ও দূষণমুক্ত ফল-ফলাদি ভোক্তাজনগণ ক্রয় করার উত্তম সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে পাহাড়ী আদিবাসী কৃষকেরা জমির উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যে বেপারীদের সাথে সংলাপ, সম্পর্ক, লেনদেন, বাগান রক্ষণাবেক্ষণ উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণ কাজ ও বিভিন্ন সময়ে জমির সঠিক ব্যবহারে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশ পাহাড়ী তৃণমূলে মনোবল সুদৃঢ় হচ্ছে ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাহাড়ী পরিবেশে প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি পেয়ে আলোকিত সমাজ গড়ে উঠছে। এতে স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তর কৃষি গবেষণাগার অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষিখাতে বহুমুখী সমবায় সমিতির ক্ষুদ্রঋণের প্রচলন ও প্রসারণ

সম্প্রীতি পাহাড়ী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষিকাজ ও ফলজ, বনজ বৃক্ষরোপণ রক্ষণাবেক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ঋণ গ্রহণ, কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় খুবই জনপ্রিয়, সহজলভ্য এবং গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখানে খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জনসমাজে শাক-সবজি, ফলমূল, রাবার চাষ, রেশম চাষ, ক্ষুদ্র দোকানদার তাতের কাজ, বনজ বৃক্ষ ও ফলজ বৃক্ষের নার্সারী প্রতিটি ক্ষেত্রে ধার নেওয়া ও ধার পরিশোধ করার রেওয়াজ স্বাভাবিক জীবন প্রণালীতে একাকার হয়ে আছে। খাগড়াছড়ি শহরে, পল্লীতে উঁচু-উঁচু পাহাড়ী বসতি প্রতিটি জায়গায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করছে। এলাকাভিত্তিক সমিতি বা মাইক্রোক্রেডিট সোসাইটিসগুলো হচ্ছে ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন (আইডিএফ), ব্রাক, আশা, প্রশিকা, ব্যুরো বাংলাদেশ, পদক্ষেপ, আনন্দ, ওয়াইডব্লিউসিএ, গ্রামীণ ব্যাংক, একটি বাড়ি, একটি খামার, জাবারাং কল্যাণ সংস্থা (ইউএনডিপি) মাল্টিপারপাস বহুমুখী সমিতি এছাড়া, এক সময়ে কারিতাস সংস্থা পাহাড়ী আদিবাসীদের মধ্যে ঋণভিত্তিক সমিতির কর্যক্রম চালু রেখেছিল। বর্তমানে মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি এলাকায় কারিতাস সংস্থার অধীনে সমিতির কার্যক্রম চালু আছে। আমার দেখা অনুসারে, গভীর দূরবর্তী এলাকায় ত্রিপুরা, চাকমা ও মারমা উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকায় নিজস্ব উদ্যোগে ঋণ ও সঞ্চয় সমিতি বিভিন্ন নামে গড়ে ওঠেছে। ঋণদান সমিতির সদস্যপদ লাভে জাতীয় পরিচয়পত্র অর্থাৎ ভোটার আইডি কার্ড, ছবি এবং যথারীতি সমিতির ফর্ম পূরণ-আপ করে ৫০০ টাকা জমা দিলে সমিতির পাশ বই পাওয়া যায়। এলাকাভিত্তিক উল্লিখিত সমবায় সমিতির মাঠকর্মী পাড়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলে উপকারভোগী সদস্যরা মহিলা-পুরুষ সেখানে একত্রিত হয়ে লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে ব্যবসায়ী ঋণ, সাহসী ঋণ ও কৃষি ঋণ ১০,০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- পঞ্চাশ হাজার টাকা সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি জায়গা বিশেষ জামিনদার সহায়তায় লক্ষাধিক টাকা ব্যবসায়ী ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে। সমিতিভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করার পর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা কিস্তি মাফিক পরিশোধ করার কাজ শুরু হয়। মাঠকর্মী অনেক সময় নাছোড়বান্দা রূপ নিয়ে ধৈর্য ধরে কিস্তি নিতে তার সর্বশক্তি ধৈর্য, কৌশল ও দক্ষতা নিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমিতির লেনদেন অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকে।

ঋণের টাকায় কৃষিকাজে বিনিয়োগ ও উৎপাদনমূখী কাজে ব্যবহার

বর্তমান কৃষিনির্ভর পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মন মানসিকতায় কৃষিঋণ উত্তোলন করে শুধুমাত্র নিছক খাবার চাহিদা মিটানো নয় বাণিজ্যিক

ভিত্তিতে চাষাবাদে সবাই এখন তৎপর। বিভিন্ন মৌসুমে সিম, ভেন্ডি, বরবটি, বেগুন, লাউ, কুমড়া, টমেটো, মরিচ, ঝিঙ্গা, করলা, মটরশুটি, কাকরোল, গাজর, লালশাক, মূলাশাক, রাইশাক, পালংশাক, ধনিয়া পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মাশরুম চাষ করা হয়। সারাবছর পেঁপে, লেবু, কলার চাষ রকম ভেদে চাম্পা কলা, আনাজি কলা, সাগর কলা, শবরী কলা, সূর্যমূখী কলা ও মোনবুক কলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাহাড় এলাকায় বাগান করে থাকে। এখানে বাঁশকরোল, কচু, ছড়া কচু, পাইনা কচু, বদা কচু, শাম্মু কচু, বিনি কচু, ওল কচু, নানাবিধ কচু চাষ হয় ও বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি কৃষিদপ্তরও গবেষণা কাজের ফলশ্রুতিতে, বিস্তর পাহাড়ী বনভূমিতে বিভিন্ন রকমারী আম চাষ খুবই লক্ষ্যণীয়ভাবে এগিয়ে চলছে। এখানে আম্রপালি, রাঙ্গুয়াই, বারি ফোর, গোল মতি, সোনালী, কিউজাই, মল্লিকা, কাঁচামিঠা, বানানা ও ব্ল্যাক আমের চাষ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন প্রকারের আনারস, মাল্টা, জাম্বুরা, লটকন, বড়ই, ইক্ষু, লিচু, তেঁতুল, কাঁঠাল চাষ করে পাহাড়ী কৃষকেরা যথেষ্ট লাভবান ও আর্থিকভাবে উপকার পাচ্ছে। এখানে সর্বত্র সেগুন গাছের বাগান রয়েছে পাশাপাশি চাম্বুল, কনকচাঁপা, গামাড়ী, ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদী মুলধন হিসাবে কাজ করে।

পাহাড়ী জনজীবন ও আমার পালকীয় কাজ

পাহাড় ঘেরা পার্বত্য এলাকায় খ্রিস্টবাণী প্রচার, পালকীয় যত্ন ও খ্রিস্টযাগ উপাসনায় পাহাড়ী খ্রিস্টভক্তদের সাথে চলাফেরা, উঁচু-উচু পাহাড় অতিক্রম করে জনসমাজে খ্রিস্ট নামের উপস্থিতি, বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন, পর্ব পালন, নবান্ন উৎসব পালন ও মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় শ্রাদ্ধ পালন ও তাদের পরিবারের সাথে খ্রিস্ট আঙ্গিকে ও ভাবধারায় জীবন সহভাগিতায় আমার আনন্দ, সুযোগ ও আশীর্বাদ। এর মধ্যে বেতছড়ি হইতে কমলছড়ি, কুতুকছড়ি উচু পাহাড়ে গিয়ে খ্রিস্টভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ তাদের সাথে নিয়ে বাণীপ্রচার ও খ্রিস্টীয় ভালবাসা উদ্বুদ্ধকরণের জন্যে সেখান পৌছে তাদের সাথে সারাটা দিন অতিবাহিত করেছি। কমলছড়ি এলাকার শুভধন ছড়া, জুরাপানি ছড়া, অক্কা ছড়া, তন্যামা ছড়া ও পাত্রাছড়া এলাকার পাহাড়ী জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে নিরত জুম চাষ করে জীবন ধারণ করে। পর্বতসমান উঁচু পাহাড় এদের জীবন জীবিকার অংশ এখানে চাষাবাদ করে ফসল ফলায় ওদের রকমারী ধানের রকম সকম সত্যিই মন ভরে যায় ও ক্ষণিকের জন্য ক্লান্তি নিরসন হয়। জুম চাষে বদা কুসুম ধান, গ্যালং ধান, চুড়ি ধরণ ধান, চড়ুই ধান জুমে চাষ করে। পাহাড়ীদের চাষাবাদের মধ্যে বিন্নি ধান খুবই প্রসিদ্ধ পূজা, পার্বণ, উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠানে বিন্নি ভাত, বিন্নি পিঠা অপরিহার্য। এখানে হরিণ বিন্নি, ধুপ বিন্নি, রজই বিন্নি, উত্তাছা বিন্নি ও লংকা বিন্নি চাষ করে থাকে। সাদা, লাল, হলুদ ও কালো বিন্নি চাল চমৎকার দেখতে এবং বিভিন্ন পিঠার চমক এলাকার সবার মাঝে মুখোরোচক ও জনপ্রিয়।

এবছর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র লাউদাতো সি/ প্রকৃতি পরিবেশ বর্ষের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় যত্নশীল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর উদ্যোগে পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক পত্রের ৫ম বর্ষে ২৪মে ২০২০, ২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বৃক্ষরোপণ বর্ষের ঘোষণা উৎসাহ উদ্দীপনা ও উদ্যোগ গ্রহণের সনির্বন্ধ আহ্বান জানিয়েছেন। এ বছর কারিতাসের ত্যাগ ও সেবা অভিযানের মূলসূর ছিল- "দয়া ও ক্ষমাচিত্তে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে পুনর্মিলন"। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডাইয়োসিসের নির্দেশনায় ৩৩ হাজার চারা রোপণ লক্ষ্য স্থির করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন স্থানে আম গাছ, জাম গাছ, লিচু গাছ, আইশ ফল ও পেয়ারা গাছ রোপণ করে আর্চডাইয়োসিসের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছি। দুঃখজনক হলো বর্তমান বাস্তবতা চলতি বছরে ১৭ মার্চ হতে এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে বিষাদময় নভেল করোনাভাইরাস সংশ্লিষ্ট মহামারী মরণব্যাধি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জীবনে ভয়, শঙ্কা, আতঙ্কে মানুষ বিচলিত আতঙ্কিত জনস্বাস্থ্য বিধিবিধানের আওতায় উৎফুল্ল, প্রাণবন্ত ও সুস্থ ধারার জীবনে স্থবির, প্রাণহীন ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে ঋতু পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় রোদ-বৃষ্টির কারণে জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি, বুক ব্যাথা ও গলা ব্যাথা হলে সর্বাগ্রে করোনা রোগের আশংঙ্কা প্রাধান্য পাচ্ছে। করোনা সংক্রমণ, আলোচনা, সংশয় ও বিভ্রান্তি পাহাড়ী জনপদে তীব্রভাবে অনুমিত হচ্ছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট অর্থাৎ আইইডিসিআর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মত প্রকাশ করেছেন যে, এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস মেয়াদকাল ৬ থেকে ৭ মাস অতিক্রান্ত হলো। এখন করোনা সংক্রমণের সর্বস্তরের সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হতে গুচ্ছ সংক্রমণ বা ক্লাষ্টার ট্রান্সমিশন হতে বিচ্ছিন্ন সংক্রমণ বা স্পোরেডিক ট্রান্সমিশন দেখা যাচ্ছে এখন করোনা সংক্রান্ত স্ক্রিনিং, কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশন ঢিলা-ঢালা, শিথিল ও নিষ্ক্রিয় ভাব দেখা দিচ্ছে যা মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। জীবন-জীবিকা পরিবার প্রতিপালন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আছে তথাপি করোনাভাইরাস বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন, সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধান করা অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য।

উপসংহারে বলা যায়, প্রকৃতির আমোঘ বিধান হল সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার উপস্থিতি উপলব্ধি করা, হৃদয় অন্তকরণে প্রকৃতির অনাবিল স্নিগ্ধ পরিবেশে প্রার্থনা, ঐশভক্তি, অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা। নানাবিধ বাঁধা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে যা সুস্থ, মঙ্গলকর ও কল্যাণকর তার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকা ও ইতিবাচক পরিবেশ গঠন করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের সহজ-সরল স্বল্প চাহিদায় অনুরক্ত পাহাড়ী জনজীবনে খ্রিস্টেতে নব জাগরণ ও সৃষ্টিশীল, শোভনীয় ও উন্নত মন মানসিকতায় জীবনের উজ্জ্বল ও আলোকিত ভবিষ্যৎ উদয় হোক এ কামনা করি। প্রৈরিতিক আধ্যাত্মিক জীবন লক্ষ্যে ঐশবাণীর বীজ যা রোপিত হয়েছে তা যেন ঐশরাজ্য স্থাপনে ফলবান হতে পারে। আমাদের শ্রম, ত্যাগস্বীকার এবং পালকীয় অভিযাত্রার পাহাড়ী জনপথে খ্রিস্টময় হয়ে এ ধর্মপল্লীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও বাণীপ্রচারের সম্প্রসারণ সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে নবরূপ ধারণ করুক, এ অঙ্গীকার সদা সর্বদা জাগ্রত সক্রিয় থাকুক, এ আশাবাদ সর্বস্তরে ফুটে উঠুক এ শুভ কামনা করি॥❑

বাসা ভাড়া

১৪৭/এফ পূর্ব রাজাবাজার,
ফার্মগেট
১৪"/১৪" দুই রুম, লম্বা
বারান্দা, ডাইনিং,
কমোড বাথরুম।
নীচতলা ও ৪তলা দুই ফ্ল্যাট

-: যোগাযোগের :-
01712536502

বিজ্ঞ/২১৬/২০

করোনা এর ঝাঁকুনি, সম্পর্কের নব গাথুনী

রকি পালমা সিএসসি

ভূমিকাঃ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মনে-মনে ভাবছিলাম এই বছরটা একটু ভিন্নতর হবে। অনেক সম্ভাবনা আর উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে যাবে সবাই। সত্যিই, নতুন কিছুই এলো আমাদের মাঝে। তা হলো ক্ষুদে শিল্পী করোনাভাইরাস, যার প্রতিভা খালি চোখে দেখা যায় না। শুধুমাত্র প্রকাশ পায় মানুষের অসহায়ত্বের মাধ্যমে। যদিও করোনা আমাদের কাছে একটা অভিযোগ। তবুও বাস্তব জীবনে এটি একটি ভিত্তির প্রকাশ, তা হলো সংযোগ। মানুষে-মানুষে, এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক।

সম্পর্কঃ আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন সম্পর্কের একটা নিদর্শন। তাঁর কথা-কাজ ও প্রচার জীবনটাই এর উদাহরণ। সম্পর্ক হলো যুক্ততা, নিরবচ্ছিন্নতা। সেই সম্পর্ক যেমন আমাতে, আমার ভাই-বোনদের সাথে, গোটা মানব জাতি প্রকৃতি ও বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সাথে। যিশু খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন সম্পর্ক কেমন হতে হবে, আমরা যেন আপন প্রভুকে ভালোবাসি এবং নিজের প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালবাসি। এখন আমার সাথে আমার সম্পর্ক তবে কেমন হবে? সমস্ত জগৎ পেয়ে যদি নিজেকে হারাই তবে কি লাভ? এই কথাটিই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমার সাথে আমার সম্পর্ক কেমন হতে হবে।

ব্যক্তিত্বের মাঝে ব্যক্তিঃ করোনাভাইরাসকে আমি একটি ঝাঁকুনি বলেছি এই অর্থে যে, এটি আমাদের মানব জীবনকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে। আমি নিজেই আমার ব্যক্তিত্বের বাহক। করোনা যখন আমাদেরকে ঘরে বদ্ধ করে, তখন হয়তো একটু আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং অবকাশ এসেছিল। কিন্তু এই যাত্রা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কারণ অভাব আমাদের ভোগের স্বভাব এবং করোনার প্রভাব সব মিলিয়ে গুলিয়ে গিয়েছি। তখন একটি নবসূচনা আসে, উদয় হয় প্রশ্নের। মানুষ, তোমার মন কোথায় থাকে সারাক্ষণ কর চিন্তন, কেমন হবে তোমার জীবন-যাপন? আমরা একটি চ্যালেঞ্জ পাই। সত্যিই তো, আমি কি আমাকে যত্ন করি, আমাকে কতটুকুই বা চিনি। আমি Family তে থাকি, সেখানে থেকে কি বলতে পারি F= Father, A= and, M= Mother, I, L= Love, Y= You আমার পিতা-মাতা, গুরুজন এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় কি আছে? সেই ঝাঁকুনি আমাদের আজ সজাগ করেছে। বার-বার বলছে এইবার নিজেকে দেখ। এই সময়টাতে আমি আমাকে কিভাবে আবিষ্কার করেছি?

ব্যক্তি ও প্রতিবেশীর সম্পর্কঃ আমার প্রতিবেশী কে? এর কোন পরিমাপক প্রয়োজন নেই। কারণ খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, কে আমার প্রতিবেশী, বাইবেলে বর্ণিত সেই সমরীয় যেমনটি করেছিল তা থেকেই বুঝি, আমি কার প্রতিবেশী এবং কে আমার প্রতিবেশী। করোনা আমাদের শুধুমাত্র ঘরে আবদ্ধ রাখেনি বরং শিখিয়েছে ত্যাগ-সেবা ও সহভাগিতার সম্পর্ক। বুঝিয়ে দিয়েছে সমাজ কি? স= সমন্বিত, মা= মানব, জ= জাতি। আমরা সবাই সবার অর্থাৎ ভালবাসা ও সেবা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো ওপরে। করোনা আমাদের সুপ্ত মমত্ববোধকে আবার সজাগ করে তুলেছে। আঙ্গুল তুলে বলেছে, তোমার সম্পদের পাহাড় থেকে কিছু অংশ তোমার ভাই, অবহেলিত প্রতিবেশীরও প্রাপ্য। এজন্য এই সময়টাতে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে "যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছ তাই আমার প্রতি"।

ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কঃ প্রভু আমাদের জীবনের শিকড়। আমরা নিজ গুণে যতই শক্তিশালী হতে চাই না কেন Root কে ছাড়া Fruit হবে না, অর্থাৎ প্রভুকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। বর্তমান বিশ্বে আমরা কত শক্তিশালী, কিন্তু ক্ষুদ্র একটি ভাইরাস প্রমাণ করলো প্রকৃতির মাঝে আমরা কতটা অসহায়। গরুর মুখে টাপা বেঁধে দিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। আজ নিজেরাই তা পরেছি যেন মুখ বন্ধ রেখে নিজের অন্তরের মুখ খুলতে পারি। আমাদের হৃদয়ের ভাষা প্রভুর কাছে ব্যক্ত করতে পারি। এই মহামারী আমাদের প্রকৃতিতে নিয়ে গেছে, মানুষের কাছে নিয়ে গেছে, আত্মার দিকে তাকাতে সাহায্য করেছে। এর মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে সৃষ্টির প্রতি আমাদের উদারতা প্রভুর সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা।

শেষ কথনঃ করোনাভাইরাস, মহামারী ও প্রলয় নিয়ে এসেছে সত্য, তবে অন্যান্য ঘটনা ও দুর্ঘটনা যা নিত্য নৈমিত্তিক আমাদেরকে প্রভাবিত করে। করোনার প্রতিফলনটা কিন্তু মোটেও তেমন নয়। এই মহামারী পরিবর্তনের একটা শিখা, যা নিজ জীবনে, সামাজিক অবস্থানে এবং পরিবেশ ও ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের একটি ক্ষুদ্র ভিত্তি। তাই আসুন আজ সেবাকাজে ব্রতী হয়ে উঠি, গড়ে তুলি প্রভুর ভালোবাসার মহামন্দির॥ ❑

ধর্ষকের যথার্থ শাস্তি হোক

সুজিত লুইস গমেজ

পৃথিবী নামক গ্রহে বিধাতার গড়া সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অধিকারী করেই তিনি মনুষ্য জাতিকে করেছেন, যাতে মনুষ্যজাত তাঁর বুধিমত্তা কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। বিধাতার অপরূপ সৃষ্টির সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না, কারণ তিনিই হচ্ছেন পৃথিবী গড়ার কারিগর। পৃথিবী সৃষ্টির লগ্নেই বিধাতা পুরুষকে প্রথম, তারপর নারীরূপে সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন "তোমারা ফলবান হও এবং বংশবিস্তার করো।" নর ছাড়া যেমন নারীর কোনো অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনি নারী ছাড়াও নরের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ নারী-পুরুষ মিলেই পূর্ণ হয়েছে মানব সভ্যতা। নারী ও পুরুষের মাঝে সামান্য কিছু পার্থক্য মূলত কোনো বিভাজন নয়; বরং সৃষ্টির পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার জন্যই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিধাতার এই অপরূপ সৃষ্টি। কিন্তু তারপরও সৃষ্টির লগ্ন থেকেই পুরুষ ছিল নারীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাশীল এবং নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষ নির্ভরশীল এবং পুরুষ তাঁর উত্তরাধিকারী টিকিয়ে রাখার জন্যেই নারীকেই করেছিলো গৃহবন্ধী ও গণ্ডিবদ্ধ। কারণ পুরুষ তখন ভাবতো, নারীকে পিছিয়ে না রাখলে বোধহয় তাঁর পিতৃতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে, তার ক্ষমতা ও সম্পত্তি সব বিলীন হয়ে যাবে, ঠিক তখন থেকেইও পুরুষ ক্ষমতার আধিপত্যে থেকে নারীকে করেছিল অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। ভোগের বস্তু হিসেবেই তাকে গণ্য করা হতো, এবং সন্তান লালন-পালন করা, আহার যোগানও ছিল তার অন্যতম কাজ। এভাবেই সমস্ত ক্ষমতা, অধিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে পুরুষেরই রাজত্ব ছিল এবং এর থেকেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী-পুরুষের মাঝে অসম বিভাজন। পার্থিব জগতে স্বাধীনভাবে বাঁচা, স্বনির্ভরশীল হওয়া প্রতিটি মানুষেরই কাম্য, আর তার জন্যে প্রয়োজন, আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা, স্রষ্টার বিধি বিধানকে মান্য করা, নিজের ইচ্ছাশক্তি ও সমাজের সাম্যকে প্রাধান্য দেয়া। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম "নারী" কবিতায় লিখে গিয়েছিলেন,

"সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"

সাম্যের অর্থ হল সমান, সমতা, সাদৃশ্য (সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সাম্য)। অতএব শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদা ও অধিকারকে বোঝায়, স্বাধীনভাবে বাঁচতে বোঝায়। মানুষের বাঁচার অধিকারের সঙ্গে সাম্যের অধিকারবোধ থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সবাই নিজ-নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। কবি এখানে ঠিক তাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারী-পুরুষের সমতাই একটি সুন্দর ও উন্নত পৃথিবী গড়া সম্ভব, যেখানে থাকবে না কোনো লিঙ্গের ভেদাভেদ, যেখানে থাকবে সবার সম-অধিকার ।

"নারী" এই ছোট্ট অক্ষরটিতেই মিশে আছে স্নেহ, মায়া-মমতা, প্রীতি ও হৃদয় নিসৃত

ভালবাসা। নারী বুঝাতে, রমণী, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, বনিতা, মহিলা, বামা, নিতম্বিনী, সুন্দরী প্রভৃতি অভিধা ব্যবহার করা হয়। নারী মানেই একজন জন্মদাত্রী মা কিংবা একজন পুরুষের মা, যার স্নেহের আচলতলেই কেটেছে আমাদের শৈশব, নারী মানেই নয় কোনো খেলনা বা পুরুষের বিনোদন ও যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য একটা শরীর, নারী মানেই নয় কোন অসহায়, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত বোনের ধর্ষিত হওয়ার করুণ আর্তনাদ, নারী মানেই নয় কোনো নারীর প্রতি পুরুষের কুদৃষ্টপাত, নারী মানেই কোনো পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী, আদরের কন্যা, ভগ্নি কিংবা প্রিয়জন।

"নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী"- কথাটি ভার্জিনিয়া উলফের। কিন্তু তারপরও সুদীর্ঘকাল ধরে নারীরা এই সমাজে নানাভাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত-নিষ্পেষিত হয়ে আসছে এবং এই আধুনিক সভ্যতায় নারী জাগরণ, নারী দিবস ও নারীর সকল অধিকার নিশ্চিত করার আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও নারীরা নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ন্যায্য অধিকার, প্রাপ্য সম্মান ও স্বাধীনতা থেকে, যা জাতির জন্যে সত্যিই ভীষণ লজ্জাজনক। নবসভ্যতার এই উন্মেষকালেও আমরা পত্রিকার পাতা খুললেই নারীর শীলতাহানির একটা না একটা দুসংবাদ আমাদের প্রতিদিনই পাঠ করতে হচ্ছে এবং এইসব সংবাদের শিরোনাম ও লোমহর্ষক ঘটনাগুলি যখন আমরা পড়ি, তখন একটা সুস্থ বিবেকবান মানুষ হিসাবে কিভাবে এই সভ্য সমাজে বাস করছি? 'আর কত নারী ও শিশু ধর্ষিত হলে, আর কত মা বোনেরা এভাবে দিনের পর দিন নির্যাতিত হলে, আমাদের বিবেক জাগবে?" "একদল বখাটের দ্বারা ১৫ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ, রাস্তায় ধারে শুয়ে থাকা পাগলিনীকে ধর্ষণ, চাকুরীর সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অফিসে চাকুরীপ্রার্থী ধর্ষণ, রেলওয়ে থানার ভেতর নারীকে আটকে রেখে দল বেঁধে ধর্ষণ, বিদ্যালয়ে যাবার পথে মুখ আটকে মাইক্রোবাসের ভেতর টেনে নিয়ে ধর্ষণ, রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে টেনে নিয়ে ধর্ষণ, রাতের অন্ধকারে ঘরের বেড়া কেটে ধর্ষণ, স্বামীকে বেঁধে রেখে তার সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণ, এমপির ছেলে সতেরো বৎসর স্কুল ছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ তারপর সমাজে মুখ না দেখাতে না পেরে ছাত্রীর আত্মহত্যা, ঢাবি ছাত্রীকে তুলে নিয়ে রাতভর ধর্ষণ"। হায় আমার আধুনিক সভ্যতা! কোথায় আমার ডিজিটাল সরকার? কোথায় আমার স্বাধীন দেশের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা? কোথায় আমাদের বিবেক আর মনুষ্যত্ববোধ, কোথায় আমার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা? পশুর চেয়েও অধম আমরা মানুষ জাতি আমাদের মাঝে যদি ন্যূনতম মানবিকতা থাকতো, তাহলে বাবা বয়সী একজন রাক্ষস ৫ বছরের শিশুর সাথে ধর্ষণের মতো নোংরা কাজ করতে পারতো না! ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের দ্বারা শিশু ধর্ষণের খবর পাওয়া যেত না, ইমাম বলেন আর কি ঠাকুর কিংবা পুরোহিত সব জায়গায় নৈতিক চরিত্রের চরম অবক্ষয়! ধর্মীয় মূল্যবোধ তো পরের কথা! নেই মানবিক মূল্যবোধ? পশুর চেয়েও অধম নির্দয়হীন মানুষরূপী নরপিশাচগুলো একের পর এক এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেই চলেছে। অথচ আমরা সভ্য সমাজের মানুষেরা কিংবা

জনদরদী প্রশাসন পা গুটিয়ে বসে আছি, শক্ত আইনের নীতি প্রয়োগ না করলে যে কখনোই আমরা এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি করতে পারবো না তা জেনেও আমরা আজ নির্বাক। আর কত নারীর সম্মানহানী হলে এদেশের সরকার এই নরকীয় তাণ্ডবলীলার সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবে, আর কতদিন আমাদের দেশে নারীরা এভাবে পথে ঘাঁটে নরপিশাচদের বিনোদনের খোরাক হয়ে তাঁরা তাদের জীবন নিশেষ করবে, তা হয়তো বিধাতাই জানেন? একদা দেশে যখন অগণিত নারী তুচ্ছ কারণেই মরণকামড় এসিড নিক্ষেপের শিকার হতো, তখন সরকার এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলো, যার পরিপ্রেক্ষিতেই এখন এসিড নিক্ষেপের ঘটনা অনেকটাই কমেছে। তাই সরকারের কাছে আকুল আবেদন, নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড এমন অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে (প্রমাণ সাপেক্ষে) আইনের আওতায় তার সাজা যাবতজ্জীবন কারাদণ্ডেরও অধিক কিছু করা হোক। ধর্ষণের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনের নীতি প্রণয়ন করা হোক। কারণ ধর্ষণ মানেই একজন নারীকে আত্মহত্যা করা, আজকাল উন্নত দেশে অত্যাধুনিক টেকনোলজির ব্যবহারে খুব সহজেই ফরেনসিক ও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত আসামিকে খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, 'ধর্ষণের ঘটনায় যত দ্রুত পরীক্ষার জন্য আসবে ততই আলামত পাওয়ার জন্য সুবিধাজনক হয়। আর যদি বড় ধরনের কোনও আঘাত থাকে তাহলে হয়তো সেটা ৫-৬ দিনের মতো থাকে। তবে কয়েকদিনের মধ্যেও ওই ইনজুরি ঠিক হয়ে যেতে পারে। তাই বলা যায়, সময় গড়ানোর সঙ্গে আলামত নষ্ট হতে থাকে। 'অন্যদিকে শারীরিক আলামত পাওয়া না গেলেও পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে এজন্য দরকার সুষ্ঠু তদন্ত এবং তদন্ত প্রতিবেদন। তাই ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বঙ্গবন্ধু, যিনি একটি স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে যেন এদেশে বাঁচতে পারে, তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণের পাওয়ার জন্যে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনিও একজন নারী তাই নারী হয়ে নারীর সম্মান ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যে তাকে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, আইন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গুণী ব্যক্তিবর্গ, নারী ও শিশু ধর্ষণ মামলার তদন্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদিও আমাদের দেশে সুষ্ঠু বিচার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আর আজকাল অপরাধীরা খুব সহজেই রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে ধর্ষণ নামের সাংঘাতিক অপরাধ থেকে মুক্তি পাচ্ছে, তাই সঠিক আইন প্রণয়ন ও সততার সাথে কাজ না করলে, এই জঘন্যতম অপরাধকে দমিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এক হাজার ৪১৩জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা ছিলো ৭৩২জন। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে দ্বিগুণ যা ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছে এই সংস্থাটি। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসটিও শুরু হলো নারীর ওপর আক্রমণ দিয়েই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দশ দিনেই সারা দেশে ১২৮ জন নারী ধর্ষিত হয় বলে নানান পত্রিকায় খবর ছাপা হয়। সুতরাং এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান একটি উন্নত দেশ গড়ার সন্ধিক্ষণে সত্যিই দেশ ও জাতির জন্যে ভীষণ লজ্জাজনক।

ধর্ষকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের দেশে নারীর হাতে অস্ত্র কিংবা হাতে-হাতে ছুরি, চাক্কু, ক্ষুর বা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল এ বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি করা, আমাদের বিবেক ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করা, সংবেদনশীল হওয়া, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে এই বিষটিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ধর্মীয় গৃহে এই জঘন্য পাপ ও অপরাধ প্রসঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও বেশি সচেতনতা ও জ্ঞান প্রদান করতে হবে, পুরুষদের মানসিক বিকাশ ও পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন গঠনমূলক সভা-সেমিনার, ক্যাম্পেইনের ব্যবস্থা করতে হবে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতারও এ বিষয়টি শুরু থেকেই আরও বেশি সচেতন ও তাদের মানসিক বিকাশের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। আজকাল সন্তান একটু বড় হলেই তাঁর হাতে মোবাইল নামের যন্ত্রটি খুব সহজেই হাতের নাগালে চলে যায় এবং তখনি তাদের চোখ ফুঁটে যায়। প্রথমেই তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দিন-রাত পরে থাকে এবং স্বল্প পরিচয়ের পর বাছবিচার না করেই সম্পর্ক স্থাপন করা, খোলামেলা ও বিভিন্ন অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করা, বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি ও শরীর উত্তেজক বিজ্ঞাপন দেখা, ইন্টারনেটে বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি সাইটে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আসক্ত হয়ে যাওয়া। যার ফলশ্রুতিতেই তাদের মগজের মধ্যে নানান কুচিন্তা ঢুকে যায়, তাছাড়া বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও মুভি দেখেও আজকাল ছেলে-মেয়েরা জন্মের পর থেকেই জানতে পারে, সেক্স কি? সুতরাং এ ব্যাপারে অবশ্যই পিতা-মাতা ও সমাজের সকল অভিভাবক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদেরও অনেক-অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। খোলা-মেলা পোশাক-আশাকও ধর্ষণ ও পুরুষালি মনকে উসকানি দেয়ার একটি অন্যতম কারণ তাছাড়া ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলা, ধর্মীয় এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নৈতিক চরিত্রের স্খলনও এর প্রধান কারণ। তাছাড়া আমাদের দেশে দেয়ালে দেয়ালে নগ্ন পোস্টার না ছাপানো, যৌন উত্তেজক অবৈধ বইয়ের রমরমা ব্যবসা বন্ধ করা, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শন, ব্লু-ফিল্ম, পর্নোগ্রাফি, চলচ্চিত্রে নারীকে ধর্ষণের দৃশ্যের মাধ্যমে সমাজে রাস্তাঘাটে বাস্তবে ধর্ষণ করার উৎসাহ যোগান, নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, ইন্টারনেটে অশ্লীল সাইটগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া, প্রেমে ব্যর্থতা, ১৮ প্লাস চ্যানেলে নীল ছবি প্রদর্শন, যৌন উত্তেজক মাদক ইয়াবার বহুল প্রসার ইত্যাদি বন্ধে গুরুত্ব প্রদান না করলে, এই ধর্ষণ মহামারীর হাত থেকে মুক্তি নেই।

ধর্ষণ কোন সাধারণ অপরাধ নয়, এটি একটি জঘন্য ও অমার্জনীয় ঘৃণ্য অপরাধ, এই পাপের কোনো ক্ষমা হতে পারে না। কারণ ধর্ষণ মানেই একটি নারী সত্তার অকাল মৃত্যু। ছোট্ট একটা গল্প বলি, এক দেশে রাজার সুন্দরি একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি রোজ স্কুলে পড়তে যেত। হঠাৎ এক বখাটে যুবক রাজার মেয়েকে ছলে-বলে কৌশলে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এই ঘটনা রাজা জানতে পেরে বখাটে যুবকে ধরে তাঁর শিরচ্ছেদ করে, কিছুদিন পর সেই গ্রামে এক সাধারণ প্রজার মেয়েও এক বখাটে যুবকের কবলে ধর্ষিত হয়, এবং রাজা তা জানতে পেরে তাকে সাধারণ শাস্তি প্রদান করে, কারণ সেই যুবক ছিল রাজার আত্মীয়ের ছেলে। এই গল্পের সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে অনেক মিল আছে, আজকে যদি কোন সরকার প্রধান বা কোন মন্ত্রীর মেয়ে ধর্ষিত হয়, তার ফল কি হতে পারে? আর যদি কোন গরীব,অসহায় মেয়ে ধর্ষিত হয় তার ফল কি হয়? তা আর হয়তো বলে লাভ নেই কারণ আমরা জানি আমাদের দেশে এখনও "জোর যার মুল্লুক তার" আর অন্যদিকে "আভাগা যেদিকেই চায় সাগর শুকিয়ে যায়"।

পরিশেষে বলতে চাই যে, নারী কোনো অবলা প্রাণী নয়, নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে, নারীকে মানুষ ভাবতে শিখতে হবে পুরুষকে এবং নারীর নিজেকেও বদলাতে হবে। প্রতিটি পরিবারের উচিত তাদের ছেলে বা মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কিত শিক্ষা দেয়া, বিবেকবোধ, সংবেদেনশীলতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে দেয়া। কারণ পরিবার থেকেই আমরা বেড়ে উঠি, পরিবার থেকেই মন-মানসিকতার বিকাশ হয়। সেই সাথে আইনের কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, প্রমাণ সাপেক্ষে ধর্ষকের যাবজ্জীবনেরও উর্ধ্বে কোন শাস্তি প্রদানের আইন প্রণয়ন করতে হবে, তাহলেইও হয়তো এসিড নিক্ষেপের মত জঘন্য অপরাধ ধর্ষণ কথাটাও আমাদের দেশ থেকে অনেক অনেক কমে যাবে এবং অনেক নারীর জীবন রক্ষা পাবে॥ ❑

সময়ের পার্থক্য

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সামনের দিকে অগ্রসর হতে, এগিয়ে চলতে সাহায্য করে। আমরা যদি কোন কিছু পাওয়ার আশা না-ই করতাম তাহলে জীবনটা থেমে থাকত। আরো কিছু পাওয়ার, আরো কিছু হওয়ার, আরো সামনে এগিয়ে চলা...এ চলা, এ আশার যেন কোন শেষ নেই।

নভেম্বর মাস মৃতভক্তদের স্মরণের মাস। সারা বছর তাদের কথা মনে না করলেও এ মাসটিতে হারিয়ে যাওয়া প্রত্যেক প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রিয়জনদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকি। একটু চিন্তা করে দেখি, আপনজন যারা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের বিদায় দিতে আমাদের হৃদয় কত কাঁদে, শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এটাই তো স্বাভাবিক। এ জগৎ সংসারে যারা আমার একান্ত প্রিয়জন ছিল, যাদের ছাড়া আমি চলতে পারতাম না, চোখে কিছু দেখতে পারতাম না, তাদের চলে যাওয়াতে আমি/আমরা কত কষ্টই না পেয়েছিলাম। কিন্তু হায়! মানুষের মন। আস্তে-আস্তে সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কত সহজেই না ভুলে যাই তাদেরকে। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই একজনের সঙ্গে অন্যজনের বিচ্ছেদ ঘটে। মৃত ব্যক্তি চিরজীবনের মত আমাদের ত্যাগ করেছেন এমন কিন্তু নয়। তবে অল্পকালের জন্যে আমাদের আগে-আগে অগ্রসর হয়েছেন মাত্র। কিন্তু এই আমরা! শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি যারা– এই আমরাই আবার কিছু দিন পরে তাদের পিছনে-পিছনে যাত্রা করব। এ যাত্রার কোন বিরতি নেই। আছে শুধু সময়ের পার্থক্য মাত্র। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কি মহৎ কৃপা। আমরা যদি মৃত ব্যক্তিদেরকে ভুলতে না পারতাম তাহলে মনে হয় আমরা পাগল হয়ে যেতাম। সেই সাথে নতুনকে গ্রহণ করতেও আমাদের কত কষ্টই না হত। তবে বিশেষ-বিশেষ দিনে তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ সাজ-সজ্জা, কবরস্থানে বহু লোকের আগমন, দামী-দামী সমাধি মন্দির নির্মাণ, বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা, বড়-বড় অনুষ্ঠান করা- এ সমস্ত জীবতদেরই কাছে এক প্রকার আরাম দিতেও পারে কিন্তু মৃতদের পক্ষে এতে কোন উপকার নেই। তাদের জন্যে বেশি উপকারী হলো- খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা, প্রার্থনা করা, অর্থদান এবং ত্যাগস্বীকার করা। মৃত আপনজনদের প্রতি আমাদের আধ্যাত্মিক ভালবাসা এ বিষয়েই উত্তম প্রকাশ পায়। এগুলিই তাদের সহায়তা করবে যারা দেহে মৃত হয়েও আত্মায় কিন্তু জীবিত। যত দাপট দেখাই না কেন! যত দাম্ভিক হই না কেন---- মৃত্যু আমাদের পিছু ছাড়বে না। যার একবার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অনিবার্য। এ সত্যকে কেউ এড়াতে পারব না। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে চাইলে, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করতে চাইলে পরপারে পাড়ি অবশ্যই দিতে হবে। মৃত্যুই একমাত্র এবং সত্য পথ। তাই আসুন চিন্তা করি নিজের মৃত্যুর বিষয়ে, প্রস্তুত হয়ে থাকি মৃত্যুর জন্য। অন্যের ওপর ভরসা না করে স্বর্গে যাওয়ার পথ নিজেই নিজেরটা প্রস্তুত করে তুলি॥ ❑

দেহের অন্তরালে

সংগ্রামী মানব

দেহের অন্তরালে আবাস গড়েছ অচেনা জালে,
বেরিয়ে আসলে পর দেহ হয়ে যায় নিথর।
প্রভাত সূর্যাস্ত যায় জীবন যাত্রা সমাপ্ত প্রায়
অনিশ্চয়তার দ্বারপ্রান্তে মানব দেহ থেকে যায়।
দেহতো মোর নহে শেষ, অহংকারের মোহবেশ,
কুটিলতা, জটিলতায় আখড়া বেঁধে দেহ হচ্ছে নিশেষ।
শ্বাস চলে গেলে দেহ পড়ে রবে,
মূল্যহীন দেহ মাটি মিশ্রিত হবে।
স্বল্প জায়গায় দেহের হবে স্থান
নিবে না তো সঙ্গে করে
বাড়ি-গাড়ি, টাকা-কড়ি, অর্থ-বিত্ত, সম্মান।
বেঁচে থাকবে কর্মযজ্ঞ, কথা বলবে ভালত্ব
হৃদয় রবে অমর স্বর্গধামে গমন॥

ভাল থেকো ভালবাসা

সাগর কোড়াইয়া

ভালবাসার খুঁনসুটি যাকে বলে তা শ্রদ্ধা আর শুভ্রর মধ্যে লেগেই থাকে। মান-অভিমান যা হয় না তা বলা যাবে না। অনেক সময় মতামত আলাদা হলেও কয়েক ঘন্টার জন্য কথা বন্ধ থাকে; তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য না। কিন্তু একে অপরের প্রতি ভালবাসার কমতি নেই কখনো।

ওদের বিয়ের বয়স দশ বছর। সংসারে দুই ছেলে-মেয়ে। মেয়ে ক্লাস ওয়ানে। ছেলের বয়স তিন। বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকুরীর সুবাদে শুভ্র ও শ্রদ্ধার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল বেশ। শ্রদ্ধা বিয়ের পর স্কুলে শিক্ষকতা করতো। মেয়ের জন্মের পর চাকুরীটা ছেড়ে দিয়েছে। পরে আর চাকুরী করা হয়নি। শ্রদ্ধার কোন আফসোস নেই তাতে। ছেলে-মেয়েকে যথেষ্ট সময় দিতে পেরেই ওর আনন্দ।

শুভ্র ও শ্রদ্ধার মধ্যে যত মনোমালিন্যই হোক ছেলেমেয়ে কোনদিন বুঝতে পারে না।

মেয়েটা তখন একা। কেবল কথা বলতে শিখেছে। একদিন শুভ্র আর শ্রদ্ধার মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। মেয়ে ছিলো অন্য ঘরে। কখন যেন মেয়েটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়া দেখতে থাকে। শুভ্র ও শ্রদ্ধা খেয়ালই করেনি। যখন দেখে মেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে; ওদের কথা কাঁটাকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

চোখ বড়-বড় করে মেয়েটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে আব্বু-আম্মু?

কি বলবে ভেবে পায় না দুজন। শ্রদ্ধা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি দুষ্টামী করলে আমি যেমন তোমাকে বকি। আমিও তেমনি দুষ্টামী করেছিলাম। তোমার আব্বু তাই আমাকে বকেছে।

শুভ্র ভাবছিলো মেয়েকে কি বলবে। ভাবতেই পারেনি শ্রদ্ধা এত সুন্দর উপস্থিত উত্তর দিবে। শুভ্র যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। শ্রদ্ধার উপস্থিত বুদ্ধিটা বরাবরই ভালো। এ নিয়ে শুভ্র শ্রদ্ধার প্রশংসাও করেছে বহুবার।

কোম্পানী থেকে শুভ্রর একটা সুযোগ এসেছিলো পরিবার নিয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার। করোনা এসে সব কেমন যেন ওলোট-পালট করে দিলো। বিয়ের পর শ্রদ্ধাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই হলো না। সুযোগ এসেছিলো তাও স্বপ্নের মতো। বিশেষ করে মেয়েটা সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা শুনে সেকি খুশি!

শ্রদ্ধা শুনে ততটা উচ্ছ্বাস দেখায়নি। রাতে ঘুমাতে গিয়ে শ্রদ্ধার প্রথম কথা- কি দরকার এতগুলো টাকা শুধু-শুধু নষ্ট করার। সিঙ্গাপুর না গেলে হয় না!

যখন জানতে পারে যে, কোম্পানীই সমস্ত খরচ দিবে। তখন শ্রদ্ধার চোখে যে আনন্দ খেলে যায় তা ধরতে শুভ্রর কষ্ট হয়নি।

আজ প্রায় পাঁচ মাস হতে চললো বাসায় বসা শুভ্র। কিছু করার নেই। ইতোমধ্যে, বিদেশী প্রজেক্টগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যা কাজ হচ্ছে তাও অনলাইনে সীমিতাকারে। অবশ্য বেতন দিচ্ছে কোম্পানী। মাস শেষে শুভ্রর ব্যাংক একাউন্টে বেতন চলে আসছে। সময় করে শুধু টাকা তুলে আনা। তবু হাতে কাজ না থাকলে সময় যেন কাঁটতে চায় না।

কয়েকদিন যাবৎ শুভ্রর প্রচণ্ড জ্বর, গলা-মাথাব্যাথা, সর্দি। করোনার সব লক্ষণ স্পষ্ট। নিজে থেকেই আলাদা হয়ে যায় শুভ্র। আলাদা ঘর, খাবার-দাবার। ঘর থেকে বের হয় না একেবারেই। শ্রদ্ধার পীড়াপিড়িতে ডাক্তার বন্ধু এসে করোনা টেস্টটাও করে গেল। অবশেষে পজেটিভ রিপোর্ট!

শুভ্র ওর পজিটিভ রিপোর্ট শুনে ভেঙ্গে পড়ে। এমনিতেই শুভ্র এজমা ও হাঁপানি রোগে ভোগে। বিদেশে করোনায় মৃত্যুর খবরগুলো দুর্বল করে ফেলে শুভ্রকে। শ্রদ্ধা শুভ্রর ঘরে যে প্রবেশ করবে সে উপায়ও নেই। ছেলে-মেয়েরাও শুভ্রর ঘরে যেতে পারছে না। দরজা থেকে তিন চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে শুভ্রকে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে দেখে দু'ভাইবোন। ছেলেটা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। কেন ওদের বাবা ঘরে বন্দি আর কেনই বা বাবার কোলে যেতে পারবে না! মাঝে খুবই বায়না ধরে।

মেয়েটা অবশ্য বুঝে। ওকে বুঝানো হয়েছে বাবা অসুস্থ। সুস্থ হলে পর আবার ঘরের বাইরে আসবে।

শুভ্রর প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় ছেলে-মেয়ে দুটোকে আদর করতে। ছেলে-মেয়ে দুটোকে স্পর্শ করতে না পেরে শুভ্রর প্রায়ই কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাঁদতেও পারে না।

শ্রদ্ধা রান্না করে শুভ্রর ঘরের সামনে রেখে আসে। ভালো লাগে না এভাবে খাবার দিতে। প্রায়ই চোখের সামনে প্রচণ্ড জ্বরে ছটফট করতে দেখে শুভ্রকে। কিন্তু শ্রদ্ধার কিছু করার নেই। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয় ছুঁটে গিয়ে শুভ্রর মাথা ধুইয়ে দিতে। চুলগুলোকে আলতো টেনে মাথার যন্ত্রণাকে উপশম করে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে শ্রদ্ধা শুভ্রর ঘরের সামনে চেয়ার নিয়ে এসে বসে প্রতিদিন। শুভ্র বিছানায় বসে থাকে। গল্প হয় দীর্ঘ রাত অবধি। প্রিয়জন বিদেশে থাকলে যেমন কথার শেষ নেই, তেমনই ওদের গল্পও শেষ হতেই চায় না। একই বাসায় থেকেও যেন দুজনের মাঝখানে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান। শুভ্র-শ্রদ্ধার প্রচণ্ড ইচ্ছা করে হাতে-হাত রেখে জানালার ফাঁক গলে আসা চাঁদের আলো ধরতে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে শুভ্রর জ্বরটা বাড়ে। সাথে শ্বাসকষ্ট। শুভ্রর ডাক্তার বন্ধুকে কল দিলে জানায় সে ঢাকার বাইরে আছে। কাল ভোরেই চলে আসবে। মাঝরাতে শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ে। শ্রদ্ধা শুভ্রর ঘরের সামনে চেয়ারে বসে থাকে। এক সময় দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

শ্রদ্ধা স্বপ্ন দেখে। শুভ্র অফিস থেকে ফিরে শ্রদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে। শ্রদ্ধা স্পষ্ট অনুভব করে ওর মধ্যে অন্য রকম ভাল লাগার আবেশ। শ্রদ্ধার ইচ্ছে হয় শুভ্র ওকে আরেকটু জড়িয়ে ধরে থাকুক। তবু নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

'আম্মু' ডাকে শ্রদ্ধার ঘুম ভাঙ্গে। বুঝে উঠতে পারে না কিছুই। সম্বিৎ ফিরে পেতে তাকিয়ে দেখে ছেলে-মেয়ে দুটো সামনে দাঁড়িয়ে। আলতো আলোয় বিছানায় ঘুমানো শুভ্রকে স্পষ্ট দেখা যায়।

অজানা আশঙ্কায় ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে শ্রদ্ধা। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, ভাল থেকো ভালবাসা॥ ❑

ব্যাঙের দল

জনি জেমস মুরমু

একবার ব্যাঙের একটি দল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় দুটো ব্যাঙ অসতর্কতাবশত গভীর গর্তে পড়ে গেল। গর্তটি এতই গভীর ছিল যে অন্য ব্যাঙরা এ দুটো ব্যাঙকে বাঁচানোর কোনো আশা বা উপায় খুঁজে পেল না। এদিকে জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যাঙ দুটো তখন বাইরে বের হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে দিল। তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাকী ব্যাঙগুলো উপর থেকে এই বলে বার-বার নিরুৎসাহিত করছিল যে, তারা আর কখনও উপরে উঠতে পারবে না। তাদের কথা শুনে নিচের একটা ব্যাঙ্গ অবশ্য সব আশার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিচে চুপচাপ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অন্যদিকে অন্য ব্যাঙ কারো কথা না শুনে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। আর অন্যদিকে উপরের ব্যাঙগুলো চিৎকার করে তাকে এত কষ্ট না করে থামতে বলছিল আর মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার জন্য বলতে থাকল। কিন্তু ব্যাঙটি আরো অধিক চেষ্টা চালিয়ে গেল এবং পরিশেষে উপরে উঠতে পারল।

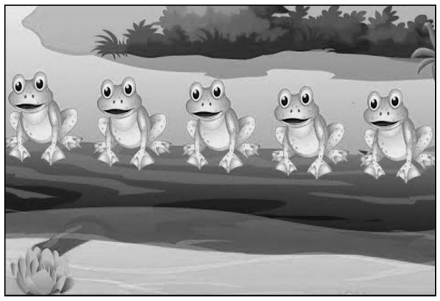

উপরে উঠেই অন্যরা তাকে বলল, "তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পাওনি?" কিন্তু সে উত্তর দিল যে, সে তো কানে কম শুনতে পায় তাই তাদের চিৎকার করে নিষেধ না বুঝে সে উৎসাহ ভেবে আরো বেশি চেষ্টা করেছিল এবং এভাবেই সে উপরে উঠতে পেরেছিল।

শিক্ষা: মানুষের কথা অন্যের জীবনে অনেক বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসার আগে আপনি কি বলবেন তা ভালোমত ভেবে দেখুন॥ ❑

মানুষ নিজেই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ : জানতে হবে তাকে সেই ব্যাকরণ

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

মানুষ নিজেই প্রকৃতি-পরিবেশ বিপর্যয়ের
মূল কারণ তাকে সেটা হবে জানতে
এ কথা স্বীকার না করে লক্ষণগুলো বর্ণনা
করলে লাভ হবে না, হবে তাকে মানতে।
মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রা নানাবিধ
কারণে হয়ে যাচ্ছে জটিল আর জটিল
তার চেয়েও বেশি ভয়ংকর ও
মহাবিপদজনক হলো, কত মানুষ চিন্তা-
মননে কুটিল।
মানবজাতি নতুন যুগে করেছে প্রবেশ, দেখি
প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর কলাকৌশল
পক্ষান্তরে চিন্তা না করে, জাগতিক উন্নতি-
প্রগতির নামে মানুষ ভুলে যাচ্ছে আসল।
বিগত দু'শ বছরের বিপুল পরিবর্তনের
ঢেউয়ে জগতে আমরা হয়েছি অনেক লাভবান
চিন্তা করলে বুঝতে পারি, তার ফলশ্রুতিতে
নানাভাবে সৃষ্টি-প্রকৃতির হচ্ছে অবসান।
হলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ,
বিদ্যুৎ অটোমোবাইল আর রাসায়নিক শিল্প
আধুনিক ঔষধপত্র, তথ্যপ্রযুক্তি,
সাম্প্রতিককালের ডিজিটাল বিপ্লবসহ আরো
নানা গল্প। দেখি উন্নয়নের জোয়ারে আরো
হলো রোবটিকস, জীবপ্রযুক্তি এবং
কুটিরশিল্প প্রযুক্তি
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হলো যত অবনতি, যা-
কিছু ছিল নীতি, মানুষের বিশ্বাস আর ভক্তি।
সৃষ্টিকর্তা মহান প্রজ্ঞা যিনি, মানুষকে
দিয়েছেন উন্নতির জন্য প্রজ্ঞা-জ্ঞান আর বুদ্ধি
মানুষ স্বার্থপরতায়, দাম্ভিকতায়, লোভ-লালসায়
হচ্ছে ধ্বংসমুখী, প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি।
প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত ধারণার বিশ্বায়নে অনেক
সময় জোর খাঁটিয়ে প্রকৃতি থেকে আদায়
সৃষ্টি-প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে,
মানুষ সুন্দর সৃষ্টি-প্রকৃতিকে করছে বিদায়।
জগতে কোটি-কোটি মানুষের উন্নয়নের চিন্তায়
আছে কেবল অর্থ-সম্পদ আর অর্থনীতি
মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হারিয়ে কেবল দুর্নীতি।
আধুনিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকেন্দ্রিকতার সংকট
ও পরিণাম, যেন যে-কোন কিছু ছুড়ে ফেলা
হে মানব, কর চিন্তা-ধ্যান লভিতে সত্যিকারে
জ্ঞান, জীবন মূল্যবান, করো না হেলাখেলা।
ঐশরিক আলো ও জ্ঞানে তুমি বুঝবে ভালো,
শিখো তুমি নিয়ত জীবনের আসল ব্যাকরণ
সৃষ্টি-প্রকৃতির ধ্বংস আর পরিবেশ-প্রতিবেশ
বিপর্যয়ের জন্য, হে মানব তুমি মূল কারণ।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

এখনই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশপদের স্বাগতম জ্ঞাপন

আমেরিকার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও লস এঞ্জেলসের আর্চবিশপ হোসে এইচ গমেজ এক বিবৃতিতে জানান, স্বাধীনতার আশীর্বাদের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমেরিকার জনগণ এবারের নির্বাচনে তাদের রায় জানিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের নেতৃবর্গের একসাথে এসে জাতীয় ঐক্যকে তুলে ধরতে এবং গণমঙ্গলের জন্য সমঝোতা ও সংলাপের মধ্যদিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার সময়। কাথলিক ও আমেরিকাবাসী হিসেবে আমাদের প্রাধান্য ও কর্ম সুস্পষ্ট। আর তা হলো, যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করে, আমাদের জীবনে যিশুর ভালবাসার সাক্ষ্যকে বহন করে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আমি বিশ্বাস করি, এই মুহূর্তে আমেরিকার ইতিহাসে শান্তির দূত হতে, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করতে এবং নতুনভাবে সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে কাথলিকদের বিশেষ একটি কর্তব্য আছে। সকলেই সুশৃঙ্খলা ও পুণ্যগুণে নিজেদেরকে পরিচালিত করুক গণতন্ত্র তা প্রত্যাশা করে। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন মত প্রকাশের স্বাধীনতা যা আমরা সভ্যতা ও দয়ার সাথে প্রকাশ করি। এমনকি যখন আমরা আইন ও গণনীতি সম্পর্কে একমত হতে নাও পারি তখনও গণতন্ত্র তা দাবি করে।

আমরা স্বীকার করি যে, আমেরিকার ৪৬তম

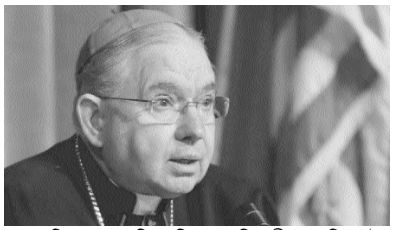

আমেরিকার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও লস এঞ্জেলসের আর্চবিশপ হোসে এইচ গমেজ

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার জন্য জো বাইডেন যথেষ্ট ভোট পেয়েছেন। আমরা তাকে স্বাগতম জানাই এবং স্মরণ করি যে, সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর পর তিনিই ২য় প্রেসিডেন্ট যিনি কাথলিক। ইতিহাস সৃষ্টিকারী আমেরিকার ১ম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকেও জো বাইডেনের সাথে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আমাদের মহান দেশের প্রতিপালিকা কুমারী মারীয়ার সহায়তা যাচ্না করি। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা ও মিশনারীরা বিবেকের স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল মানব জীবনের পবিত্রতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চিতকরণের যে সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবায়িত করতে একসাথে সকলকে কাজ করতে কুমারী মারীয়া যেন সকলকে সহায়তা করেন।

পোপ ফ্রান্সিসের সাথে অপহৃত ফাদার পিয়েরলুইজির সাক্ষাৎ

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার পিয়েরলুইজি ম্যাক্কালিসহ কিছু ব্যক্তিকে আফ্রিকার নিগের দেশের উগ্র জঙ্গিরা অপহরণ করে এবং ৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত হয়ে তিনি গত রবিবার (৯ নভেম্বর) পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সমগ্র মণ্ডলীর সাথে পোপ মহোদয়ও তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিলেন। পোপ মহোদয়ের এই সদয় আচরণে ৫৯ বছরের এই ফাদার কৃতজ্ঞতার সাথে তার ধন্যবাদের ডালি নিবেদন করেন। আফ্রিকান মিশন সোসাইটিও একজন সদস্য উত্তর ইতালির মাসিগ্নানোর অধিবাসী ফাদার পিয়েরলুইজি জানান, পোপ মহোদয়ের সাথে তার সাক্ষাতটি তিনি আফ্রিকার নিগের দেশের কমিউনিটির জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, সত্যিই আমি আবেগিক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিসের মধ্যদিয়ে গিয়েছি তা পোপ মহোদয়কে জ্ঞাত করেছি এবং তার প্রার্থনাতে আস্থা রেখেছি। আমি পোপ মহোদয়কে নিগেরের কমিউনিটির জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করেছি। তিনি আরো জানান যে, তার কথা পোপ মহোদয় গভীর মনোযোগের সাথে শুনেন।

ফাদার পিয়েরলুইজি স্মরণ করেন, পোপ মহোদয় ১৮ অক্টোবর প্রেরণ রবিবারে যখন সাধু পিতরের চত্বরে মিশনারীরের অবমুক্তির কথা ঘোষণা করেন তখন উপস্থিত জনতা করতালিতে চত্বর মুখরিত করে তোলে। ফাদার পিয়েরলুইজি যখন পোপকে ধন্যবাদ জানান তখন পোপ মহোদয় বলেন, আমরা তোমাদেরকে সমর্থন করছি আর তোমরাও তো মণ্ডলীকে সমর্থন করে যাচ্ছ। পোপ মহোদয়ের কথা শুনে ফাদার পিয়েরলুইজি বলতে থাকেন, আমি নগণ্য মিশনারী; আর যিনি একথা বলছেন তিনি মহান। একজন পিতার মত পোপ মহোদয়ও তার প্রতিদিনের প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ করেছেন। তার সামনে উপস্থিত হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞতায় ও আবেগে আপ্লুত। আমি কোনদিন ভাবিনি একজন সাধারণ মিশনারী যিনি বিশ্বের এক প্রান্তে থাকেন তার সাথে পোপ মহোদয় দেখা করবেন। পোপ মহোদয়ের এই সদয় আচরণ তার অন্তরে সারাজীবন অণুরণিত হবে বলে জানান ফাদার পিয়েরলুইজি। বিদায়ের সময় ফাদার যখন হাত নাড়ছিলেন তখন পোপ মহোদয় তার হাতে চুমু খেলেন। তা ছিল ফাদারের কল্পনাতীত।

বন্দীকালের কথা স্মরণ করে ফাদার জানান, অনেকদিন শুধু অশ্রুজলই ছিল আমার খাদ্য। তবে ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন। মরুভূমিতে যারা মিশনারী হিসেবে যায় তাদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন হলো পানীয় জল ও সাধারণ কিছু খাদ্য। একই রকম খাদ্য প্রতিদিন হলেও চলে। শান্তির জন্য প্রয়োজন ক্ষমাদান ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ফাদার পিয়েরলুইজি বলেন, একজন মিশনারী হিসেবে আমি আরো গভীরভাবে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও ক্ষমাদানের সাক্ষ্য হয়ে ওঠতে চাই।

৫ নভেম্বর ১৯৪৩ : ভাতিকান সিটিতে বোমা বর্ষণ

৭৭ বছর আগে ৫ নভেম্বর তারিখে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভাটিকানসিটির উপর ৪টি বোমা ফেলা হয়। ৪ বছর যুদ্ধ চলে এবং

ভাতিকানে পোপ মহোদয়ের সাথে অপহৃত ফাদার পিয়েরলুইজির (মাঝে) সাক্ষাৎ

ইতালিতে নাৎসীদের আগ্রাসন চলে। অনেক জল্পনা ও অস্বীকারের পর আজও জানা গেল না কে এবং কেন এই নিরপেক্ষ দেশটিতে বোমা ফেলল। ২য় বিশ্বযুদ্ধে ভাতিকানসিটি নিরপেক্ষ দেশ ছিল। তাই এই দেশটির উপর বোমা বর্ষণ একটি বিস্ময়কর ঘটনা। একটি অচেনা এয়ারক্রাফট থেকে আসলে মোট ৫টি বোমা ফেলা হয় (১টি বিস্ফোরণ হয়নি) ভাতিকান গার্ডেনে। ভাগ্যক্রমে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু অনেক দালানকোঠা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাতিকানের রক্ষীরা এই আঘাতে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। ভাতিকান রেল স্ট্রেশনে কর্মরত লুইজি তার্চোতো নামে একজন রক্ষী নোবেল গার্ডদের কাছে একটি নোট লিখেছিলেন যেখানে সেরাতে কি ঘটেছিল তার কিছু বর্ণণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেন, স্বল্প উচ্চতায় উড়ন্ত বিমানের শব্দ আমি ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকার থাকায় ভালো মতো দেখতে পাইনি। তবে বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ শুনে মনে হয়েছিল বিমানটি উত্তর-পূর্ব থেকে এসেছে। মনে হচ্ছিল এটি ভাতিকান রেলওয়ে স্টেশনের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খানিকটা সামনে গিয়ে আবারো পিছনে ফিরে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পাই একই সঙ্গে কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ। প্রথম বিস্ফোরণের শব্দটি আসে সেন্ট পিটার স্টেশনের পাশের ভাতিকান সিটি স্টেটের সীমানা প্রাচীরের এসকর্ট থেকে; দ্বিতীয়টি মোজাইক স্টুডিও'র চত্বরে; তৃতীয়টি গভর্ণমেন্ট প্যালেসের পিছনে; চতুর্থটি ভাতিকান গার্ডেনের এমন স্থানে যা আমি চিহ্নিত করতে পারছি না॥

ভাদুন ধর্মপল্লীর পর্ব পালন ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ ■ গত ১৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার ভাদুন ধর্মপল্লীর প্রতিপালক "উত্তম মেষ পালক" এর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় সকাল ৯টায় এবং পৌরহিত্য করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও। একই দিনে ধর্মপল্লীর ৩২জন ছেলে-মেয়ে প্রথমবারের মত খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে। পর্ব উদ্‌যাপনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ পর্বের পূর্বে নয়দিন বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও নভেনা প্রার্থনা করা হয়। যাজকগণ প্রতিদিন নভেনার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ও ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুধ্যান রাখেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উপদেশে কার্ডিনাল উত্তম মেষপালক যিশু কিভাবে বর্তমান বাস্তবতায় তাঁর মেষদের যত্ন নেন তা ব্যাখ্যা করেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদের যিশু আমাদের অন্তরে কেমন করে বাস করেন সেই বিষয় বলেন। তিনি ধর্মপল্লীর সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান। খ্রিস্টযাগের পরে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করা হয় এবং আশীর্বাদিত বিস্কুট ও পবিত্র প্রার্থনা কার্ড বিতরণ করা হয়। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসাবে অবসর গ্রহণ করায় ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে কার্ডিনালকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

তুমিলিয়ায় শিক্ষক সেমিনার-২০২০ অনুষ্ঠিত

পূর্নিমা রোজারিও ও রিংকন পিউরীফিকেশন ■ গত ২১ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার সকাল ৯টায় সেন্ট মেরীস্ গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন কর্তৃক "সৃষ্টির সৌন্দর্যে আমরা উল্লসিত, এসো ধরিত্রীর যত্ন করি"-এ মূলমন্ত্রকে কেন্দ্র করে তুমিলিয়া ধর্মপল্লী এবং রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এক শিক্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে মোট ৭২জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, ফাদার আলবিন গমেজ, জ্যোতি এফ গমেজ, আহ্বায়ক, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন। আরও উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সিস্টার বীনা খ্রীষ্টিনা রোজারিও এসএমআরএ সেক্রেটারী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন। সেমিনারে মূলবক্তা ছিলেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, কো-অর্ডিনেটর, জাতীয় যুব কমিশন।

অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা মালতী মাগ্রেট কস্তা প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এরপর সম্মিলিতভাবে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে উক্ত সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ বলেন, এ ধরিত্রীকে সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে উপহার হিসেবে দিয়েছেন, তাই এর যত্ন করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ফাদার আলবিন গমেজ। জ্যোতি এফ গমেজ তার বক্তব্যে ধরিত্রীর যত্ন এবং ধরিত্রী রক্ষনাবেক্ষণের বিভিন্ন পন্থার কথা তুলে ধরেন। সেসময় প্রয়াত ব্রাদার রবি পিউরীফিকেশন সিএসসি-এর জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বিরতির পরপরই সেমিনারের মূলবক্তা ব্রাদার উজ্জল প্লাসিড পেরেরা ২য় অধিবেশন শুরু করেন। এছাড়াও প্রকৃতির সাথে যুবসমাজের সংযুক্তকরণ প্রসঙ্গে প্রকৃতির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলো ভিডিয়োর মাধ্যমে তুলে ধরেন। পরিশেষে, অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সিস্টার বীনা খ্রীষ্টিনা রোজারিও-এর ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে জপমালা রাণী মারীয়ার মাসের সমাপ্তিকরণ

ওয়েলকাম লম্বা ■ গত ৩১ অক্টোবর, শনিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং ধর্মপল্লীতে জপমালা রাণী মারীয়ার মাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন একজন ফাদার ও ৬৫ জন খ্রিস্টভক্ত। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবাবালাং যোশুয়া খংস্লিং-এর

জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। তিনি জপমালা মারীয়ার মাসের গুরুত্ব এবং কিভাবে মায়ের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি যে বিষয়ে সহভাগিতা করেন। এরপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, আমরা যেন সর্বদা আমাদের স্বর্গীয় মাকে নিয়ে পথ চলি। আমাদের জীবনে জাগতিক এবং স্বর্গীয় মায়ের গুরুত্ব অনেক। যে পরিবার একসাথে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসাথে থাকে। মা সে পরিবারকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। ব্যক্তিগত ও পরিবারিকভাবে জপমালা প্রার্থনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও অন্যদেরও উৎসাহিত করতে বলেন। খ্রিস্টযাগের পর জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। সন্ধ্যা ৮:৪৫ মিনিটে জপমালা রাণী মারীয়া মাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

বানিয়াচং-এর মুরাদপুরে দুর্যোগ সহনশীল জীবিকায়নে ১৪ লক্ষাধিক টাকা বিতরণ

সুকুমার এস কস্তা ■ গত ২৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মুরাদপুর এসইএসডিপি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ সিলেট অঞ্চল কর্তৃক বাস্তবায়িত পরিবার ও সমাজভিত্তিক বন্যার পূর্বপ্রস্তুতি প্রকল্প-২ (এফসিএফপিপি-২) এর সৌজন্যে বানিয়াচং উপজেলার ১৪নং মুরাদপুর ইউনিয়নের বন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ ১৮০টি পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনপ্রতি নগদ ৮,০০০ টাকা করে বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে মোট ১৪ লক্ষ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, নগদ মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমেও অর্থ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, হবিগঞ্জ-২ আসনের এমপি আব্দুল মজিদ খান এবং সভাপতিত্ব করেন বানিয়াচং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত

ছিলেন, কারিতাসের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলা, কারিতাস সিলেট অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের কর্মসূচি কর্মকর্তা ডানিয়েল ধৃতু স্নাল ও উর্ধ্বতন হিসাব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা গৌতম ম্রং। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে নগদ অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে জীবন-মান উন্নয়নের জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন এবং দূর্গম এলাকায় সততা ও স্বচ্ছতার সহিত কাজ করার জন্য কারিতাসকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মো. আবু তাহের॥

তৃতীয় লিঙ্গের পাশে বরিশাল বিসিএসএম ইউনিট

সেবাষ্টিনা শাওলী বাড়ৈ ■ গত ২৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার বরিশালে বসবাসরত হিজড়াদের নিয়ে একটি মিলন মেলার আয়োজন করা হয় ও মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারদের সহায়তায় ৭২ জনকে উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল কাথলিক ডাইয়োসিসের বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি কস্তা সিএসসি চ্যাপলেইন, বরিশাল বিসিএসএম এবং বরিশাল ক্যাথিড্রাল প্যারিসের সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ এবং ক্যাথিড্রাল বিসিএসএম ইউনিটের সদস্যবৃন্দ॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজ সেবক জন এফ রড্রিক্স এর মহাপ্রয়াণ

গত ২৩ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সকাল ৭:২০ মিনিটে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজ সেবক জন এফ. রড্রিক্স এই ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। দীর্ঘদিন তিনি কিডনি জনিত (ডাইলোসিস) সমস্যায় ভুগছিলেন ।

জন এফ রড্রিক্স এর সামাজিক ও কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন

* নাগরী খ্রীষ্টান যুব সমিতির প্রাক্তন সভাপতি।
* হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এমপ্লয়ী ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।
* The Christian CO-Operative Credit Union Ltd. এর পাঁচ বছর ম্যানেজার ও পরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে স্বেচ্ছাশ্রম দান।
* নাগরী খ্রীষ্টান ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।
* দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং ভাইস-চেয়ারম্যান।
* দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর, পরবর্তীতে দুবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান।
* আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আকু (এশিয়া ক্রেডিট ইউনিয়ন) এর প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে প্রথম বাঙ্গালি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে, পুত্র বধু, জামাতা, নাতী-নাতনী এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আমাদের বাবা/দাদুর অসুস্থতার সময় হাসপাতাল ও বাড়িতে এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রার্থনা, সান্ত্বনা ও বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

পরম করুণাময় ঈশ্বর যেন তার আত্মার চিরশান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
৪৯, পূর্ব রামপুরা ও
গ্রাম: পানজোরা, নাগরী, গাজীপুর
সমাধি: নাগরী গীর্জা, কবরস্থান

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা - ৪২
THE WEEKLY PRATIBESHI
✳ Issue - 42 ✳
Regd No. DA-33
❖ 15 - 21 November, 2020, ১-৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিতঃ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি নং-২৬/১৯৮৪ খ্রীঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন, পোঃ অঃ কালীগঞ্জ
উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।

"জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি-২০১৯"

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: সঞ্চয় ও ঋণদান শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৯ এর শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে স্বর্ণপদক পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। গত ৭ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিতিতে সমবায়মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলামের নিকট হতে অত্র সমিতির পক্ষে চেয়ারম্যান ফ্রান্সিস পি. রোজারিও (বাবু) স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।

অত্র সমিতি জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পাওয়ার পিছনে আপনাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা, প্রার্থনা ও শুভ কামনার জন্য আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদান্তে,

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (88-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org